NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আসুন পিকনিকে পায়চারি করি
তামিলনাড়ুতে ৯০০ কোটি অনুদান কেন্দ্রের ৭

কলকাতা ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ৬ পৌষ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৯১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 23.12.2023, Vol.17, Issue No. 191, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাজরা মোড়ে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার বাধে শুক্রবার। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরেই আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হতেই পুলিশ তা তুলে দিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁদের টেনেহিঁচড়ে ভ্যানে তোলা হয়। ফলে অশান্তকর পরিস্থিতির তৈরি হয়। আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ এদিন ৫৫৫ দিনে পড়ল। ইন্টারভিউতে পাশ করা সত্ত্বেও নিয়োগ না হওয়ায় তাঁরা এদিন মাতঙ্গিনী হাজরা মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের দাবি, দ্রুত ও স্বচ্ছ নিয়োগ করা হয় অবিলম্বে তাদের চাকরি দেওয়া হোক স্বচ্ছতার সঙ্গে। মেধাতালিকার উপর ভিত্তি করে দ্রুত নিয়োগ হোক। আন্দোলনকারীদের প্রশ্ন, সরকার ধাপে ধাপে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা বাড়াচ্ছে, বিধায়কদের বেতন বাড়াচ্ছে, কিন্তু নিয়োগ কেন হচ্ছে না? তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরা দাবি তুলেছেন, স্বচ্ছ নিয়োগ হোক। তাঁদের যেন আর রাস্তায় বসে অবস্থান বিক্ষোভ করতে না হয়। এদিন চাকরিপ্রার্থীদের হাতে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদনের পোস্টার। পুলিশ তাঁদের বাধা দিলে, কেউ কেউ রাস্তায় শুয়ে পড়ে তার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদীদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। পুলিশের লাঠিচার্জে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকার নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে।

রাজ্যে ৫ করোনা আক্রান্তের হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ভয় ধরাচ্ছে করোনা। বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১। ওমিক্রনের এই নতুন মিউটেশন কতটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। এসবের মধ্যেই বাংলায় পাঁচ জন করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলল। রাজ্যে বর্তমানে পাঁচ জন কোভিড পজিটিভ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিন জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বাকি দু'জন রয়েছেন হোম আইসোলেশনে। যে তিনজন হাসপাতালে ভর্তি, তাদের মধ্যে একজন রয়েছে ৬ মাসের শিশুও। বিহারের বাসিন্দা ওই শিশু এখন ভর্তি রয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। অপর দু'জন ভর্তি রয়েছে বেসরকারি হাসপাতালে। ওই দু'জনের হার্টের সমস্যা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জেএন.১ সাব ভ্যারিয়েন্ট ঘিরে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের মধ্যেই সম্প্রতি কেরলে করোনার গ্রাফ সামান্য উর্ধ্বমুখী হয়েছে। তাতে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কপালেও। কেন্দ্রের থেকে ইতিমধ্যেই কোভিড নিয়ে গাইডলাইন পাঠানো হয়েছে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে। নবান্নেও এসেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সেই চিঠি। এরপরই কোভিডের উপর নজরদারি আরও বাড়ানো শুরু হয় রাজ্য জুড়ে। তাতেই পাঁচ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ে। যে তিনজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, তাঁদের সোয়াবের নমুনা ইতিমধ্যেই জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর জন্য পাঠানো হয়েছে বলে খবর। নবান্নের বৈঠকের পর বুধবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মোট ১৯৩ জনের আরটিপিসিআর টেস্ট করানো হয়েছে।

পদ্মশ্রী ফেরালেন বজরং

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর: পদ্মশ্রী সম্মান ফিরিয়ে দিলেন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী কুস্তিগির বজরং পুনিয়া। সাক্ষী মালিক বৃহস্পতিবার কুস্তি ছেড়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত নেন। কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচনের পর একে একে বিদ্রোহ করছেন দেশের নামী কুস্তিগিরেরা। বজরংদের অভিযোগ প্রাক্তন কুস্তি কর্তা ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিং এখন কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। শুক্রবার বজরং সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন যে, তিনি পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

১ ফেব্রুয়ারির ডেডলাইনে আশাবাদী চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা যান চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠকের পর তাঁরা বেশ আশাবাদী। ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়োগ জট কাটতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী, এসএসসির চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করেন আন্দোলনকারীরা। এদিন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর আন্দোলনকারীরা জানান, তাঁদের ১ তারিখ দেওয়া হয়েছে। আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত জট কেটে যাবে। অর্থাৎ তাঁদের দীর্ঘ দিনের আন্দোলন সফল হবে এবং তাঁরা শীঘ্রই নিয়োগ পাবেন বলেও আশাবাদী। যদিও এই সময়সীমার বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং মানেননি। তিনি জানান, এটি অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। এভাবে দিনক্ষণ বলা সম্ভব নয়। তবে নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা যাতে অতি দ্রুত কাটে সেই জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এদিকে সম্প্রতিই এসএএসটি চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন ১০০০ দিনে পা দিয়েছে। সেইদিনই চুল কামিয়ে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায় এক মহিলা আন্দোলনকারীকে। রাজপথে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনায় রীতিমতো নড়ে গিয়েছিল সমস্ত মহল। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন কুণাল ঘোষ। শুধু তাই নয়, তিনি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাও করেছিলেন। এরপর শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে

বৈঠক করেন চাকরিপ্রার্থীরা এবং তা যে বেশ ইতিবাচক ছিল এমনটাও জানানো হয়েছিল আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে।

এদিকে চাকরিপ্রার্থীদের মামলাটি বিচারাধীন। ফলে তাও একটি অন্যতম বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে চাকরিপ্রার্থীরা কিন্তু জানাচ্ছেন এখনই তাঁরা ধর্না প্রত্যাহার করবেন না। যদি ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়োগ তাঁরা পেয়ে যান সেক্ষেত্রে ধর্না তুলে নেওয়া হবে। অন্যদিকে, কুণাল ঘোষ এই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টি অতি দ্রুত সমাধান চাইছেন। তবে ১ ফেব্রুয়ারির ডেডলাইনের কথাটি তিনি মানতে চাননি। তিনি জানান, এক্ষেত্রে একাধিক জটিলতা রয়েছে। তবে সমস্ত কিছু পেরিয়ে যাতে দ্রুত নিয়োগ দেওয়া যায় সেই কারণে পদক্ষেপ করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষের প্রেক্ষিতেও পালটা আক্রমণের সুর এদিন শোনা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কণ্ঠে।

শুক্রবার বিধানসভায় ৭০তম পুষ্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার সচিবালয় এবং ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওই পুষ্প প্রদর্শনী এদিন থেকে ২৬ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। সাধারণ দর্শনার্থীরাও এই কদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী দেখতে পারবেন। *ছবি: অদিতি সাহা*

নবান্নের দুয়ারে ডিএ প্রার্থীরা, পুলিশের সঙ্গে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার ভোর হতেই নবান্নের দরজাতে বিক্ষোভ দেখাতে হন হাজির ডিএ আন্দোলনকারীরা। নবান্নে ধর্নাতে বসা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে আন্দোলনকারীদের। দীর্ঘ ৪৫ মিনিটের টানাপোড়নের পর পুলিশ তাঁদের অবস্থানে বসার জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয়। শুক্রবার ভোরের আলো ফুটতেই পুলিশ এবং ডিএ আন্দোলনকারীদের মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধে নবান্নের সামনেই। বৃহস্পতিবার আন্দোলনকারীদের নবান্নের বাসস্ট্যান্ডে অবস্থানে বসার অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই অনুমতিপত্র নিয়ে ওইদিন রাতেই আন্দোলনকারীরা এক দফা ধর্নায় বসার চেষ্টা করেন। যদিও সে সময় পুলিশের সঙ্গে বচসা পর রাতে পিছু হটলেও আন্দোলনকারীরা ফের সকালেই আন্দোলনকারীরা শুক্রবার ভোরে অবস্থানে বসার জন্য নবান্নের কাছে পৌঁছে যান।

পুলিশের তরফ থেকে প্রথম দিকে ব্যারিকেড দিয়ে আন্দোলনকারীদের পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়। এরপরই তারা নবান্নের সামনের রাস্তায় বসে পড়েন। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, হাইকোর্ট তাঁদের আন্দোলনের জন্য নবান্নের বাসস্ট্যান্ডে অবস্থানের অনুমতি দিলেও পুলিশ তাঁদের সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। তাই আন্দোলনকারীদের রাস্তাতেই বসে পড়েন। স্বাভাবিকভাবে রাস্তা আটকে যায়। পুলিশের তরফ থেকে আন্দোলনকারীদের রাস্তা থেকে উঠে যাওয়ার অনুরোধ করা হলে বাকবিতন্ডা শুরু হয়।

আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে দাবি করা হয়, হাইকোর্টের নির্ধারিত জায়গা না দিলে তাঁরা রাস্তা থেকে উঠবেন না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবান্ন চত্বরে বাড়ানো হয় পুলিশি নিরাপত্তা।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানান, 'আমরা আদালতের নির্দেশ মেনে অবস্থানে বসতে এসেছি। আদালতের নির্দেশ দিয়েছে ২ হাজার স্কোয়্যার ফুট জায়গায় আমরা অবস্থান করতে পারবো। আমাদের সেই জায়গা না পাওয়া অবধি আমরা রাস্তা থেকে উঠব না।' প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে উভয়পক্ষের টানাপোড়েনের পরে ব্যারিকেড সরিয়ে নবান্ন সভাঘরের লাগোয়া পুলিশের জন্য নির্ধারিত জায়গাতেই তাঁদের অবস্থানে বসার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয় মাত্র একদিনের জন্যই নবান্নের সামনে ধর্না প্রদর্শন করা যাবে। অর্থাৎ, শনিবার বিকেলেই উঠে যেতে হবে আন্দোলনকারীদের।

উল্লেখ্য বড়দিনের আগে সরকারি কর্মীদের জন্য আরও ৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বিধানসভায় জানান কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ডিএ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মের ফারাক আছে। রাজ্যের কাছে ডিএ বাধ্যতামূলক নয় ঐচ্ছিক। আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী।

পুঞ্চ ও রাজৌরির সেনা অভিযান

নিহত জওয়ানের সংখ্যা বেড়ে ৫

পুঞ্চ, ২২ ডিসেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলার সীমানায় সেনার ট্রাকে বৃহস্পতিবারের জঙ্গি হামলার ঘটনায় গুলিবিদ্ধ আরও এক জওয়ানের মৃত্যু হল। এই নিয়ে ওই নাশকতায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌনে ৪টে নাগাদ রাজৌরির ডেরা কি গলি অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময়ে ৪৮ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের একটি জিপ এবং ট্রাকের উপরে অতর্কিত হামলা চালানো হয়। সেনা সূত্রের খবর, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং গ্রেনেড লঞ্চার ব্যবহার করে জঙ্গিরা। এই হামলার দায় নিয়েছে লস্কর ই তইবার শাখা সংগঠন দ্য পিপলস অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট (পিএএফএফ)। বুধবার গভীর রাত থেকে ডেরা কি গলি-তে অভিযানে নামে সেনা। সেই অভিযানে অংশ নিতেই যাচ্ছিলেন রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জওয়ানেরা। সুরনকোট থানার অধীন বাফলিয়াজ থেকে রাজৌরির দিকে যাচ্ছিল সেনার গাড়ি দু'টি। বাফলিয়াজ এবং ডেরা কি গলির মাঝের পাহাড়ঘেরা অঞ্চলে গভীর অরণ্য রয়েছে। তারই সুযোগ নিয়েছে জঙ্গিরা। টোপা পীর অঞ্চলের কাছে একটি সঙ্কীর্ণ পাহাড়ি বাঁকের মুখে সেনার জিপ এবং ট্রাকের উপরে হামলা চালানো হয়। বাঁকের মুখে গাড়ির গতি কমতেই ধেয়ে আগে গুলি এবং গ্রেনেডের ঝাঁক। জঙ্গি হামলার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুঞ্চের এসএসপি বিনয় শর্মা-সহ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের আধিকারিক এবং সেনা আধিকারিকেরা। ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রাস্তায় পড়ে রক্ত। সেনা জওয়ানদের ভাঙা হেলমেট দেখা গিয়েছে।

'ইন্ডিয়া'র দেশ জুড়ে ডাকা বিক্ষোভ সীমিত দিল্লিতেই

সাংসদের সাসপেনশনের প্রতিবাদ, যন্তরমন্তরে ধরনা 'ইন্ডিয়া'র।

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর: শুক্রবার যন্তরমন্তরে রীতিমতো ইন্ডিয়ার ব্যানারে ধর্না কর্মসূচি পালিত হল। এই কর্মসূচিতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের পাশাপাশি অন্য দলের উপস্থিতিও চোখে পড়ল। ধর্নায় ছিলেন সাসপেন্ড হওয়া সাংসদরা। তৃণমূলের তরফে ছিলেন মৌসম বেনেজির নূর। ছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজারাও। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভা এবং লোকসভার ১৪৭ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার। তার প্রতিবাদে এই প্রথমবার 'ইন্ডিয়া'র ব্যানারে রাস্তায় নামলেন বিরোধী সাংসদরা। দিল্লির যন্তরমন্তরে ইন্ডিয়ার ব্যানারে ধর্না কর্মসূচি পালন করল ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা।

গত ১৯ ডিসেম্বর দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিলেন সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র নেতারা। সেখানে ঠিক হয়েছিল, সংসদের দুই কক্ষ থেকে বিরোধী সাংসদদের গণ সাসপেনশনের প্রতিবাদে শুক্রবার দেশ জুড়ে বিক্ষোভ হবে। কিন্তু সেই বিক্ষোভ সীমিত রইল দিল্লিতেই। দুপুর পর্যন্ত বিহার বাদ দিয়ে আর কোনও রাজ্যেই জোটের তেমন জমাট ছবি দেখা গেল না। ফলে আরও একবার প্রশ্ন উঠে গেল সর্বভারতীয় স্তরে জোট হলেও রাজ্য স্তরে কি তা আদৌ কার্যকরী? সার্বিক জোট কি হবে? নাকি রাজ্যে রাজ্যে শরিকেরা নিজেদের মতো করে জোট গড়ে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে লড়বে?

কর বাবদ বাংলাকে ৫ হাজার ৪৮৮ কোটি ৮৮ লক্ষ দিল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার মত প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করতে চলতি সপ্তাহেই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১১জন সাংসদও বৈঠকে ছিলেন। বৈঠকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে কেন্দ্রের থেকে রাজ্যের পাওনা বাবদ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার বকেয়া তালিকা তুলে দিয়েছেন। সেই বৈঠকের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই বাংলার কোষাগারে ৫ হাজার ৪৮৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিল কেন্দ্র সরকার। যদিও রাজ্যের দাবি, এই টাকা কেন্দ্রের থেকে যে বকেয়া রয়েছে রাজ্যের তার অংশ নয়। এই টাকা দেওয়া হয়েছে করের অংশ হিসাবে। এটা রাজ্যের প্রাপ্যই ছিল।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্র সরকার দেশের রাজ্যগুলি থেকে যে কর পেয়েছে তারই অংশস্বরূপ এদিন ৭২ হাজার ৯৬১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা

রাজ্যগুলির কোষাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে। এর আগে দেশের রাজ্যগুলিকে করের ভাগ গত ১১ ডিসেম্বর দিয়েছিল কেন্দ্র। ফের দেবে ১০ জানুয়ারি। সেই হিসাবে এটা রুটিন প্রদেয় অর্থ হিসাবেই দেখা যায়।

এই বিষয়ে এদিন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'কর বাবদ রাজ্যের যে পাওনা, তার একটি অতিরিক্ত কিস্তি দিল। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।' নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আয়কর-সহ অন্যান্য খাতে রাজ্যগুলি থেকে কেন্দ্র যা সংগ্রহ করে, তার একটি অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়। প্রতি মাসের ১০ তারিখের আশপাশে এই টাকা দেয় কেন্দ্র। তবে এবার নতুন বছর শুরু হওয়ার আগে এই টাকা অতিরিক্ত কিস্তি বাবদ দেওয়া হল। কর কাঠামোর টাকার কত অংশ রাজ্য পাবে, তা ঠিক করার অনেকগুলি মানদণ্ড রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যা।

সেই অনুযায়ী যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে ১৩ হাজার ৮৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিহার, ৭ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা। তৃতীয় মধ্যপ্রদেশ, ৫ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা। চতুর্থ স্থানে রয়েছে বাংলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য এই অতিরিক্ত কিস্তিতে পেয়েছে ৫ হাজার ৪৮৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলার শাসকদল যে যে বিষয়ে বঞ্চনার অভিযোগ তুলছে, তার মধ্যে যেমন ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, সড়ক যোজনা রয়েছে, তেমনই রয়েছে জিএসটি বাবদ বকেয়া। তবে এই অর্থের সঙ্গে জিএসটি কাঠামোর কোনও সম্পর্ক নেই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭০২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Chaudhuri ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nanimohan Chaudhuri ও Lt. N. M. Chaudhuri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৯৫৯ নং এফিডেভিট বলে Prabhas Chandra Das ও Prabhas Das S/o. Shambhu Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Manish Kumar Singh পিতা Bhola Nath Singh, বসবাস- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। আমার কন্যার স্কুল সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলবশত Manish Singh হয়েছে। ২১.১২.২৩ হাওড়া কোর্ট এফিডেভিড বলে আমার নাম Manish Kumar Singh এবং Manish Singh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি সত্যস্বর রায় পিতা- মৃত সুধীর রায় গত ০২/০৮/২৩ তাং নবদ্বীপ কোর্টের এফিডেভিটে সত্যস্বর রায় পিতা- সুধীর রায় ও মদন রায় পিতা মৃত সুধীর রায় একই ব্যক্তি হলাম।

NAME CHANGE

আমি MD Shakil এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার ছেলের আসল নাম Md. Ibrahim Ansari কিন্তু তার School documents এ তার নাম ভুলবশত Ibrahim Ansari হয়ে গেছে। গত 05/10/2023 তারিখে ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিট নং 12613 দ্বারা Md.Ibrahim Ansari এবং Ibrahim Ansari বর্তমানে সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon @gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৩ শে ডিসেম্বর, ৬ ই পৌষ, শনিবার । একাদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি :পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে

মিথুন রাশি :পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি । ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি :দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি :যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ।ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি :বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে ।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন ,যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন ।বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি :আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি :অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

(আজ রাষ্ট্রনেতা রাসবিহারী ঘোষের ভূমিষ্ঠ দিবস। শ্রীশ্রী নারদ ভগবানের আবির্ভাব। গীতা জয়ন্তী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্যামা পোকা লোহা চোর দলটাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, অর্জুনের নিশানায় বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিক্কি যাদব খুনে পাপ্পু সিং গ্রেপ্তার হতেই সাংসদ অর্জুন সিং-কে লাগাতার নিশানা করে চলেছেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। এমনকী বিজেপি ছেড়ে সাংসদের তৃণমূলে ফিরে আসা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জগদ্দলের বিধায়ক। এবার দলের সেই বিধায়কের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। শুক্রবার সন্ধেয় জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নাম না করেই সোমনাথ শ্যামের উদ্দেশ্যে তাঁর নিশানা, শ্যামা পোকা, লোহা চোর দলটাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। এখানেই থেমে থাকেননি সাংসদ অর্জুন সিং। সাংসদের জবাব, সোমনাথ শ্যাম কোন হরিদাস পাল। যে তাকে জবাব দিহি করতে হবে। এমনকী জগদ্দলের বিধায়ককে চুঁনোপুটি ও বয়লার মুরগি বলেও এদিন কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের লড়াকু সাংসদ। সোমনাথ শ্যামকে নিশানা করে তিনি বলেন, ওনার ডি এন এ-তে সিপিএমের গন্ধ আছে। কিন্তু তাদের ডিএনএ-তে সিপিএমের গন্ধ নেই। বামজমানায় বিদ্যুৎ গাঙ্গুলির সময়ে ওনি শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারিতে ঠিকাদারি করতেন। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে সাংসদ বলেন, বাম আমলে সিপিএমের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছি। বামেদের সঙ্গে কোনওদিন সমঝোতায় যাইনি। লড়াইয়ের ফলস্বরূপ তিনি কাউন্সিলর থেকে বিধায়ক এবং বিধায়ক থেকে সাংসদ হয়েছেন। কিন্তু এখন যিনি বড় বড় কথা বলছেন তিনি ২০১০ সালের পুরসভা নির্বাচনে তার কাছে দলের 'প্রতীক' বিক্রি করেছিলেন। সাংসদের সংযোজন, কারও অঙ্গুলিহেলনে দলের সাংসদের বিরুদ্ধে উনি বলেই চলেছেন। সেটা দলকে জানিয়েছি। কিন্তু দল কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাই এদিন তিনি বাধ্য হয়েই মুখ খুললেন। সাংসদের বক্তব্য, পুলিশের বয়ান অনুযায়ী বিক্কি খুনের মাস্টার মাইন্ড পঙ্কজ সিং। কিন্তু সেই পঙ্কজের সঙ্গে পাপ্পুর কোনও যোগাযোগের প্রমাণ মেলেনি । অথচ পঙ্কজের সঙ্গে বিধায়কের ঘনিষ্ঠতার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে।

মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আইআইএম ক্যালকাটা ইনোভেশন পার্ক এবং এন্টারপ্রেনারশিপ সেল, আইআইটি খড়গপুরের সহযোগিতায় শুক্রবার চেম্বারের কনফারেন্স হলে 'রানওয়ে ফর স্টার্ট-আপস' শীর্ষক একটি অধিবেশনের আয়োজন করে। যেখানে স্টার্ট-আপ সংক্রান্ত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রতীক চৌধুরী স্মারক তুলে দিচ্ছেন আইআইটির রাজেন্দ্র মিশ্র স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রেনারশিপের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ প্রণব কুমার দাঁয়ের হাতে। তাঁর ডানদিকে রয়েছেন এমসিসিআই-এর স্টার্ট-আপ সংক্রান্ত কাউন্সিলের কো-চেয়ারম্যান অভয় আগরওয়াল এবং আইআইএম ক্যালকাটা ইনোভেশন পার্কের প্রধান পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট নমামি ঘোষ।

হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হল তারাসুন্দরী স্কুলের প্রাক্তনী সম্মেলন।

ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা ও জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিল্প বাণিজ্য বিভাগের আইপিএস কমিশনার/সরকারি সচিব বিক্রমজিৎ সিং এর উপস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরে শিল্পের সুযোগ নিয়ে বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্সের সাবেক সভাপতি সুশীল অগ্রবাল এবং সভাপতি এইচ এস হালওয়াসিয়া।

বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে অগ্নিমিত্রার নেতৃত্বে পথ অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শুক্রবার বিদ্যুৎ দপ্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে আসানসোল প্রধান বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন অ্যাটওয়াল মোড়ে জিটি রোড অবরোধ করলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ও বিজেপি সমর্থকরা। ঘটনার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় শিল্পাঞ্চলজুড়ে। যানজট সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় ট্র্যাফিক বিভাগকে। এদিন পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আসানসোল স্টেশন সংলগ্ন যোগীবাবা স্থান থেকে বিজেপি সমর্থকরা বিধায়কের নেতৃত্বে মিছিল বের করে আসানসোল বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন জিটি রোডে পথ অবরোধে বসে পড়েন বিদ্যুৎ বিভাগের একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে। কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না হয় তার জন্য মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন জিটি রোডের চারমাথা মোড়ে মিছিল পৌঁছন মাত্রই বিজেপি সমর্থকরা বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন। করা হয় পথ অবরোধ। এদিনের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পাল জানান, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীরা কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির দায়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে ধরা পড়ে জেল হেপাজতে আছেন। সেখানে সাধারণ মানুষকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল পাঠানো হচ্ছে। সেই বিল না দিতে পারলে গরিব মানুষের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের ঠিকাদারি সংস্থারা তাদের শ্রমিকদের সময়মতো মজুরি দিচ্ছে না। এরকম পরিস্থিতি কখনওই বরদাস্ত করা হবে না। অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, 'আমাদের কয়েকজনের প্রতিনিধি দল সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দিয়ে এসেছে। আমাদের অভিযোগের সমস্যার সমাধান না হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।' বিজেপি প্রতিদিন দল বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিয়ে আসার পর পথ অবরোধ উঠে যায় তারপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বিক্কি খুনের ঘটনায় জগদ্দলের বিধায়ককেও গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব তৃণমূলের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত বছর জগদ্দলে রাজ পান্ডের ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিডি অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল তৃণমূল যুব নেতা সঞ্জিত সিং ওরফে পাপ্পুকে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বেরোনোর সময় বিক্কি যাদব খুনের ঘটনায় পুলিশ পাপ্পুকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে অন্যায়ভাবে পাপ্পুকে গ্রেপ্তারের অভিযোগ তুলে শুক্রবার সকালে জগদ্দলের মজদুর ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর মনোজ গুহ বলেন, যুব নেতা পাপ্পুকে একটি হামলার মামলায় ডাকা হয়েছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিক্কি যাদব খুনের মামলায় পাপ্পুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। মনোজ গুহের দাবি, পুলিশ কমিশনার বলেছিলেন বিক্কি যাদব খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পঙ্কজ সিং। অথচ সম্প্রতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জগদ্দলের বিধায়কের সঙ্গে সেই পঙ্কজ সিংকে দেখা গিয়েছে। বিধায়কের সঙ্গে পঙ্কজের ঘনিষ্ঠতার ছবি দেখিয়ে এদিন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামকেও গ্রেপ্তারের দাবি তুললেন তৃণমূলের বিক্ষোভকারীরা। পাশাপাশি এদিন তারা পাপ্পুকে অবিলম্বে মুক্তির দাবিতেও সোচ্চার হলেন। অপরদিকে পাপ্পুকে মুক্তির দাবিতে এদিন ব্যারাকপুর আদালত ভবনের সামনেও দলীয় পতাকা হাতে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। বিক্ষোভে হাজির হয়ে ভাটপাড়া শহর-২ তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মন্নু সাউ বলেন, পাপ্পুকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। পাপ্পু গ্রেপ্তারির পিছনে হাত রয়েছে জগদ্দলের বিধায়কের। যদিও বিক্কি খুনে মূল অভিযুক্ত পঙ্কজ সিংয়ের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জগদ্দলের বিধায়কের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। মন্নুর অভিযোগ, শুধু পঙ্কজ নয়, কালাবাবু থেকে শুরু করে মহম্মদ ফিরোজ, সিকেন্দার হোসেন, টিপু,রাজেশ তেওয়ারি, সুরজ তেওয়ারি প্রমুখ দুষ্কৃতীদের সঙ্গে জগদ্দলের বিধায়কের ঘনিষ্ঠতা আছে। সেই ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। সুতরাং দুষ্কৃতীদের সর্দার বিধায়ককেও গ্রেপ্তার করা হোক, এমনটাই দাবি তুললেন তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের সাফ বক্তব্য, তিনি আগেই দাবি করেছিলেন বিক্কি খুনে পাপ্পু জড়িত। পাপ্পুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তা প্রমাণ করে দিলেন।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপর চলমান গাড়িতে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপরে চলমান গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। শুক্রবার বিকালে হাওড়া থেকে কলকাতা যাওয়ার মুখে ব্রিজের উপরে একটি গাড়িতে আচমকাই আগুন ধরে যায়। আর এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় সেতুর উপর। আগুনের ঘটনার জেরে সেতুতে হাওড়া থেকে কলকাতামুখী লেনে পুরোপুরি যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। অভিযোগ গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলেও কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের কাছে আগুন নেভানোর কোনো যন্ত্র ছিল না, সেতুর উপর যানজটে আটকে থাকা একটি তেলের ট্যাংকার থেকে আগুন নেভানোর যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। গাড়ির ভিতরে চালক সহ যাত্রীরা গাড়িতে ধোঁয়া বেরোতে দেখেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িতে দাউদাউ করে আগুন ধরে যায়। দমকল আসার আগেই গাড়ি আগুনের করাল গ্রাসে ভস্মীভূত হয়ে যায়। উপস্থিত অন্যান্য যাত্রীদের অভিযোগ ঘটনার প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট পর দমকলের গাড়ি আসে। কোনোভাবে গাড়িতে থাকা পেট্রোল ট্যাংক আগুনের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরণ ঘটলে সেতুর উপর বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলেই অভিমত অন্যান্য যাত্রীদের। এই ঘটনার জেরে সেতুর উপর লম্বা গাড়ির লাইন হয়ে যায়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পিউ মুখোপাধ্যায় জানান, 'আমার গাড়ির আগেই ওই গাড়িটি ছিল। চলন্ত অবস্থাতেই গাড়িটি থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। তড়িঘড়ি গাড়ির চালক সব আরোহীরা গাড়ি থেকে নেমে আসার পরই গাড়িতে আগুন ধরে যায়। কেউ আহত না হলেও খুব ভয় পাই। আমার গাড়িটা দশ ফুট দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল। বিস্ফোরণ হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।'

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিদর্শন কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডর (গ্রিন লাইন)-এর কাজ পরিদর্শন করেন কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি। এই পরিদর্শনের সময় মেট্রো রেলের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং কেএমআরসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভি কে শ্রীবাস্তব সহ মেট্রো রেল এবং কেএমআরসিএল-এর অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, এদিন হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে পরিদর্শন শুরু করেন। তিনি হুগলি নদীর নিচে মহাকরণ মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত একটি মেট্রোয় ভ্রমণ করেন। হাওড়া ময়দান থেকে মহাকরণ পর্যন্ত সমস্ত আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তিনি এই স্টেশনগুলির ভেন্টিলেশন এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেন। পরিদর্শন শেষে কলকাতা মেট্রোর শীর্ষ কর্তা কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত বকেয়া কাজ শেষ করার জন্য সকলকে পরামর্শ দেন।

স্বামী মুক্তানন্দজি মহারাজের ৫৩ তম তিরোধান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহিষাদল শাখার উদ্যোগে স্বামী মুক্তানন্দজি মহারাজের ৫৩ তম তিরোধান দিবস পালিত হল। ধর্ম প্রচার, বন্যাপিড়িত মানুষের সেবার জন্য এখানে স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেই তখন থেকে এখানে দুটি প্রাইমারি স্কুল ছাড়াও মেদিনীপুর অঞ্চলের দূর দূরান্ত থেকে স্কুল-কলেজে পড়তে আসা মেধাবী ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে একটি আইটিআই কলেজ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ স্থায়ী সেবা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। পূজনীয় স্বামীজি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি সফলতার সাথে দীর্ঘদিন সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্ব প্রদান করে এসেছেন। ১৯৭০ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় কর্মরত অবস্থায় তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সহস্রাধিক মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদলের বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস, বিডিও বরুণাশিস সরকার সহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে সিবিআইয়ের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজাম প্যালেসে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন সিবিআইয়ের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর মনোজ শশীধর। শুক্রবার তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআইয়ের দপ্তরের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আর্থিক দুর্নীতি, অপরাধদমন এবং দুর্নীতিদমন শাখার আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার শহরে এসেছেন সিবিআইয়ের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর। এরপরই এই বৈঠক নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি দুর্নীতির তদন্ত করছে সিবিআই। তার মধ্যে যেমন রয়েছে নিয়োগ, কয়লা, গরু এবং পুরসভায় দুর্নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলা। সবক'টি মামলাই এখন আদালতের বিচারাধীন। তাই এই সব মামলায় তদন্তের অগ্রগতি কতটা, তা নিয়েই পর্যালোচনা বৈঠক বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে সিবিআইয়ের পাশাপাশি তদন্ত চালাচ্ছে আরও একটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। গরু পাচার মামলায় তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে গত বছরের ২৩ জুলাই প্রথমে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে ইডি। পরে এই মামলায় পার্থকে গ্রেপ্তার করে সিবিআইও। কয়লা পাচার মামলায় গত বছর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তারা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ৬ পৌষ ১৪৩০ শনিবার

ক্রিসমাস ইভ আর বড়দিনে তিলোত্তমাকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ছে কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্রিসমাস ইভ আর বড়দিনে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে নিরাপাত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে তিলোত্তমাকে, এমনটাই জানানো হল লালবাজার সূত্রে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পার্ক স্ট্রিট, এসপ্লানেড-সহ ময়দান চত্বরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। গোটা রাজ্য থেকেই উৎসবমুখর কলকাতামুখী হন সাধারণ মানুষ। বাইরে থেকেও আসেন প্রচুর পর্যটক। এই সময় শহরের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখাটা কার্যত কলকাতা পুলিশের কাছে চ্যালেঞ্জ। মানুষের নিরাপত্তায় তারা কোনওরকম খামতি রাখতে চায় না।

বড়দিনের নিরাপত্তা নিয়ে লালবাজারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিট-সহ শহরের বিভিন্ন চার্চের জন্য মোতায়েন থাকছে তিনজন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার। সঙ্গে থাকবেন ১০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার, ৫০ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার। এছাড়া সাব ইন্সপেক্টর, পুলিশ সার্জেন্ট মিলিয়ে ২৩৯ জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর ৩০০ জন, হোমগার্ড ১৪৭২ জন থাকবেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে। রাস্তায় থাকবেন ১ জন মহিলা ইন্সপেক্টর, ৯ জন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর, ২৪ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ও ১৭৮ জন মহিলা কনস্টেবল। সব মিলিয়ে শুধুমাত্র ২৪ তারিখই রাস্তায় থাকবেন ২ হাজারের বেশি পুলিশ।

এরপর ২৫ ডিসেম্বর কলকাতা পুলিশের তরফে থাকছে ৯ জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার, ২৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদা অফিসার, ৭৫ জন ইন্সপেক্টর, ৩০৪ জন সাব ইন্সপেক্টর ও পুলিশ সার্জেন্ট। থাকছেন ২০৬৪ জন হোমগার্ড। এছাড়া ১ জন মহিলা ইন্সপেক্টর, ৯ জন সাবইন্সপেক্টর, ৩২ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটর ও ২৬১ জন মহিলা কনস্টেবল। ৩ হাজার জনের বেশি পুলিশ থাকবে রাস্তায়। নজরদারি চালানো হবে এজেসি বোস রোড, মৌলালি ক্রসিং, মল্লিকবাজার-সহ শহরের একাধিক জায়গায়। ৮টি জায়গায় অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা থাকছে লালবাজারের তরফে। একইসঙ্গে লালবাজারের তরফে প্রস্তুত থাকছে পিসিআর ভ্যান, কিউআরটি ও এইচআরএফএস। রিভার ট্রাফিক পুলিশ প্রস্তুত থাকছে চারটি ঘাটে। দু'টি ডিএমজি থাকবে। একটি বেলুড় ঘাটে, অন্যটি দক্ষিণেশ্বর ঘাটে।

আর্থিক ব্যবসার সম্প্রসারণে নিরিখে সেরা শহরের তকমা পেল কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আর্থিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে দেশের সেরা শহরের তকমা পেল কলকাতা। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ভাগে দেশের মধ্যে ব্যাংকিং, বিমা ও আর্থিক ব্যবসার সম্প্রসারণে শীর্ষে উঠে এসেছে কলকাতা। এই সব ক্ষেত্রে কলকাতার পিছনে পড়ে গিয়েছে মুম্বই, হয়দরাবাদ, ও দিল্লির মতো শহরও। কলকাতা এবং বাংলাকে ঘিরে পূর্ব ভারতের বুকে যে আর্থিক ক্ষেত্রে একটা জোয়ার এসেছে সেটা নানান সমীক্ষার মাধ্যমে আগেই সামনে এসেছে। এবার সামনে এল দেশে ব্যাংকিং, বিমা ও আর্থিক ব্যবসার সম্প্রসারণে শীর্ষে উঠে এসেছে কলকাতা। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, বাংলায় লাল ফিতের ফাঁস এখন অনেকটাই আলগা হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের বেশ কিছু নীতিও এ রাজ্যে ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। সব থেকে বড় ঘটনা হল, এ রাজ্যের সুদৃঢ় আইনশৃঙ্খলা, জনবান্ধব প্রশাসন এবং রাজ্যের মানুষদের মধ্যে আয় বৃদ্ধির ঘটনা এই রাজ্যে বিনিয়োগ টেনে আনছে।

সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, দেশের মধ্যে ব্যাংকিং, বিমা ও আর্থিক ব্যবসার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এখন অনেক সরকারি বেসরকারি সংস্থাই বেছে নিচ্ছে কলকাতাকে। আর সেই কারণেই কলকাতায় ভিড় বাড়ছে ব্যাংকিং, বিমা ও আর্থিক সংস্থাগুলির। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কলকাতার বুকে চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ভাগে ব্যাংকিং, বিমা ও আর্থিক ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য নানান সংস্থা যেখানে ১১.৫ শতাংশ নতুন নিয়োগ করেছে, সেখানে মুম্বই ও হয়দারাবাদের মতো শহরে সেই সংখ্যাটা ৯.৬ শতাংশ। দেশের অন্য রাজ্য থেকে কর্মী এনে অফিসে কর্মী বাড়াবার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কলকাতায় যা ১১ শতাংশ তা মুম্বই ও হয়দরাবাদে ৯.৩ শতাংশ। আসলে কলকাতায় যে মেধা ও দক্ষ কর্মী রয়েছে সেটা এখন নানান বেসরকারি সংস্থার নজর টানছে। যে কোনও সংস্থা তাঁদের ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সবার আগে দেখে কত কম খরচে তা করা সম্ভব। দেখা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রেই কলকাতা অনেকেরই নজর কেড়ে নিচ্ছে কম খরচের জন্য।

বিচারপতি অনুপস্থিত থাকায় পিছিয়ে গেল অভিষেকের সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পিছিয়ে গেল তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ের উৎস সংক্রান্ত মামলার শুনানি। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে শুক্রবার শুনানির কথা থাকলেও বিচারপতির অনুপস্থিতিতে শুনানি হয়নি।

গত ২০ ডিসেম্বর অভিষেকের আয়ের উৎস সংক্রান্ত মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলা ডিভিশন বেঞ্চের বিবেচনাধীন হওয়ায় তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিলে তবেই তিনি ঠিক করবেন মামলাগুলি বৃহস্পতিবার শোনা হবে কি না। ফলে মামলা পিছিয়ে যায় বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে। শুক্রবারও বিকেল ৪টে নাগাদ মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি সিনহা এদিন এজলাসে না বসায় মামলাটির শুনানি হয়নি। আদালত সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে গেল মামলা।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের পর থেকে কীভাবে সম্পত্তির পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে অভিষেকের? তাঁর উৎস কী? জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতিকে ইডি জানিয়েছিল, অভিষেক ৫,৫০০ পাতার নথি জমা দিয়েছেন। তাঁরা এর উত্তর খতিয়ে দেখছেন। ইডির এই জবাব শুনেই বিচারপতি বলেছিলেন, 'যে পরিমাণ নথি জমা পড়েছে, তা ইঙ্গিত দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির। ওই নথি অনুযায়ী যে সম্পত্তি কেনা বা লেনদেন হয়েছে, তা কি খুঁজে দেখেছেন আপনারা? আদালত যা জানতে চাইছে, তা কি খুঁজে দেখেছেন? আয়ের উৎস খুঁজে দেখেছেন? আইন আপনাদের ক্ষমতা দিয়েছে। এটাই তো আপনাদের তদন্তের মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত।

জলাশয় ভরাট নিয়ে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি কলকাতা পুরসভার মেয়রের গলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খিদিরপুর এবং গার্ডেনরিচ এলাকায় অবাধে চলছে জলাশয় ভরাট। নজরদারির অভাবে গ্যাস চেম্বারে পরিণত হচ্ছে। গোটা কলকাতার একাংশ এখন সম্পূর্ণ গ্যাস চেম্বার। শুক্রবার নিজের বিধানসভা এলাকায় খোদ মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের গলাতেই শোনা গেল এমন বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি। আর এর সমাধান খুঁজতে বড় তদন্তের নির্দেশও ইতিমধ্যেই দিয়েছেন কলকাতার মেয়র। প্রসঙ্গত, ১৫ নম্বর বরোর অধীনে পড়ে কলকাতা পুরসভার খিদিরপুর গার্ডেনরিচ এবং মেটিয়াবুরুজের গোটা এলাকাই। সেই এলাকার কতগুলো জলাশয় ভরাট হয়েছে, কতগুলি জলাশয় আস্ত রয়েছে, কোন জলাশয় ভরাট করে বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে সেগুলি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতে দেখা যায় রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। একইসঙ্গে কলকাতা পুরসভার ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ অর্থাৎ গোটা দক্ষিণ শহরতলি, পূর্ব কলকাতা, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের দু'ধারে যে অবাধে ভরাট চলছে, সেই বিষয়টি কার্যতা স্বীকার করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বরোগুলিতেও তদন্তের নির্দেশ এদিন দিতে দেখা যায় তাঁকে। এতদিন বিরোধীরা

কলকাতার এই দক্ষিণ শহরতলির অংশে যে জলাশয় ভরাট নিয়ে অভিযোগ করে এসেছেন, তা এবার খোদ মেয়রের গলাতে শোনা যেতেই চর্চা শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে নিজের বক্তব্যের পরোক্ষে নাগরিক অসচেতনতা এবং এলাকায় শাসকদলের কর্মীদের একাংশের কারণেই যে ভরাট হচ্ছে তা বুঝিয়ে দেন ফিরহাদ। যে কারণে মেয়রের গলাতে শোনা যায়, তাঁর দলের এক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এই ভরাট সংক্রান্ত ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ এসেছে। সে বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অধ্যক্ষ পদে বসার যোগ্যতা ছিল না মানিকের, স্বীকার রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে মানিক ভট্টাচার্যকে নিয়ে আদালতে হলফনামা জমা দিল রাজ্য। যোগেশ চন্দ্র ল' কলেজের নিয়োগ ঘিরে এই বিতর্কের মাঝে আগেই আদালতে হলফনামা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়, ১৯৯৮ সালে মানিকের ওই কলেজের অধ্যক্ষ পদে বসার মতো কোনও যোগ্যতা ছিল না বলে হলফনামায় জানিয়ে দিয়েছিল ইউজিসি। এবার সেই মামলায় রাজ্য সরকারও নিজেদের বক্তব্য জানিয়ে দিল আদালতে।

প্রসঙ্গত, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল' কলেজের অধ্যক্ষ পদে মানিক ভট্টাচার্যের নিয়োগ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল সেই প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন দানিশ ফারুকি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে ওঠে ওই মামলা। এর আগে এই মামলায় নিজেদের হলফনামা দিয়েছিল ইউজিসি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল' কলেজের অধ্যক্ষ পদে মানিক ভট্টাচার্যের নিয়োগ বেআইনি।

এদিকে শুক্রবার রাজ্যের তরফে জমা দেওয়া হলফনামায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল' কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার আগে মানিক ভট্টাচার্যের কোথাও পার্ট টাইম লেকচারার হিসেবেও অভিজ্ঞতা ছিল না। এদিকে ১৯৯৮ সালে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল' কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ হয়েছিল মানিক ভট্টাচার্যের। রাজ্যের বক্তব্য, ২০০০ সাল পর্যন্ত ওই কলেজটি বেসরকারি কলেজ ছিল। সেক্ষেত্রে ১৯৯৮ সালে নিয়োগ দেওয়ার সময় নিয়োগকর্তার ইউজিসির রেগুলেশনের উপর নজর দেওয়া উচিত ছিল বলেও জানিয়েছে রাজ্য।

ইডি দপ্তরে প্রখ্যাত জাদুকর জুনিয়ার পি সি সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে হাজির হলেন জুনিয়ার পি সি সরকার। এর আগে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়ে ছিল জাদুকরের। সেই দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতার সিবিআই দপ্তর নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি।

২০২১ সালে পি সি সরকারের বাড়িতে চিটফান্ড-কাণ্ডে তল্লাশিও চালিয়েছিল সিবিআই। তল্লাশির পর তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছিল, একটি রেস্তোরাঁ নিয়ে নির্দিষ্ট একটি চিটফান্ড সংস্থার সঙ্গে জাদুকরের ব্যবসায়িক চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির বাইরে অন্য কোনও ভাবে টাকা লেনদেন হয়েছিল কি না, তা জানতেই তদন্ত করেছিলেন সিবিআই আধিকারিকেরা। তবে এদিন কেন তিনি উপস্থিত হলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দপ্তরে? তা এখন স্পষ্ট নয়।

লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ছাপানো হল এক লাখ গীতা, বিশ্বরেকর্ডের পথে কলকাতা

শুভাশিস বিশ্বাস

আগামী ২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় ব্রিগেডে গীতা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বসতে চলেছে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আসর। এদিকে শুক্রবার ব্রিগেডে পা রাখতেই নজর এল শেষ মুহূর্তে চরম ব্যস্ততার ছবি। কারণ, হাতে সময় কম। ফলে দম ফেলার সময় নেই আয়োজকদের। ব্রিগেড ময়দান ভরে গেছে গেরুয়া পতাকা, ফেস্টুনে। ব্রিগেডে এই গীতাপাঠের উদ্যোক্তা অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ, সংস্কৃতি সংসদ ও মতিলাল ভারত তীর্থ সেবা মিশন আশ্রম। এদিকে রবিবারের এই গীতাপাঠে অংশ নেবেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার সাধুসন্ত। এদিকে এই অনুষ্ঠানে হাজির থাকার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তবে বিশেষ কারণে তিনি আসতে পারবেন না বলেই প্রধানমন্ত্রী দপ্তর সূত্রে খবর। এই খবর সামনে আসতেই কোথাও যেন উধাও এই গীতাপাঠের অনুষ্ঠান নিয়ে সেই উন্মাদনা। এদিকে এই গীতাপাঠের অনুষ্ঠান ঘিরে যে পোস্টার তৈরি করা হয়েছিল উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সেখানে নজরে এসেছে গেরুয়া বসনধারী প্রধানমন্ত্রীকে। পাশে নজরে আসে গীতারই একটি শ্লোক। তাতে লেখা হয়েছে, 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। পরিত্রাণায় হি সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাম।ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সাত ও আট নম্বর শ্লোকের অর্থ হল, 'যখনই ধর্মের নামে গ্লানি, হানি হয়, তখন তখনই অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। ভারত বলতে এখানে অর্জুনকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্জুনের অপর নাম ভরতবংশী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, পাপীদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতীদের নাশ করে ধর্মসংস্থাপন করার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আরও সরল ও সহজ করে বললে বলা যায়, হে ভারত (অর্জুন), যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান দেখা যায়, সেই সময় জীবাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) মানবরূপে প্রতিবার অবতীর্ণ হই।'

তবে প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতি এই অনুষ্ঠানে রং ম্লান করবে না বলেই মনে করেন আয়োজক সংগঠনের সহ-সভাপতি নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, 'কর্মসূচি যে ভাবে হওয়ার ঘোষণা ছিল তা-ই হবে। লক্ষ মানুষের সমাগমেই হবে গীতাপাঠ। নজরুলগীতি থেকে শঙ্খবাদন কোনও কিছুই বাদ যাবে না।' এরই পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'আমরা নিজেদের প্রস্তুতি রাখছি। সেই মতো বাংলার সর্বত্র অনুশীলন চলছে দীর্ঘদিন ধরে। তবে এত বড় কর্মসূচিতে প্রয়োজন মতো কিছু এ দিক, ও দিক তো হতেই পারে।' এদিকে আয়োজকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘোষণা মতো পাঁচটি অধ্যায় ছেপে ইতিমধ্যেই এক লক্ষ গীতা তৈরি রাখা হয়েছে। এক লক্ষের বেশি মানুষের উপস্থিতি, হাজার হাজার শঙ্খের ধ্বনিতে কার্যত বিশ্ব রেকর্ড তৈরি হতে চলেছে ব্রিগেডে।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এই লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে প্রায় একমাস আগে থেকেই। রাজ্যের নানা জায়গায় চলে পোস্টারিং থেকে দেওয়াল লিখনের কাজও। এমনকী বহু জায়গায় মাইকিং করা হয় এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে। এই প্রস্তুতিতে সক্রিয় অংশ নিতে দেখা যায় বঙ্গ বিজেপির তাবড় নেতাদেরও।

এদিকে শুক্রবার ব্রিগেডে যেতেই নজরে এল ব্রিগেডের যেখানে এই অনুষ্ঠান হবে সেখানে তৈরি করা হয়েছে ২০টি ব্লক। ৫ হাজার জন বসানো হবে প্রতিটি ব্লকে। এরই পাশাপাশি মূল মঞ্চ করা হবে ৩টে। দ্বারকার শঙ্করাচার্য স্বরূপানন্দ সরস্বতী থাকবেন একটি মঞ্চে। অন্য মঞ্চে থাকবেন গীতা পাঠ করানোর দায়িত্বে থাকা সাধুসন্তরা। অনুষ্ঠান শুরু হবে ২৪ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় ২০ হাজার ৮টি শঙ্খধ্বনিতে। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'হে পার্থসারথি, বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ' গানটি গাওয়া হবে সমবেত কণ্ঠে। পাঠের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে গীতার ৫টি অধ্যায়কে। এখন এটাই দেখার, আয়োজকদের পক্ষে থেকে যে দাবি করা হচ্ছে যে, গীতার শ্লোকের ধ্বনিতে মুখরিত হবে কলকাতা। গমগম করবে ব্রিগেড নাকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুপস্থিতি বড় ছায়া ফেলে এদিনের অনুষ্ঠানে এখন এটাই দেখার।

জাতীয় সংগীত অবমাননার দ্বিতীয় মামলায় এখনই কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় সংগীত অবমাননার দ্বিতীয় মামলায় অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে এখনই কোনওরকম পদক্ষেপ নয়, শুক্রবার এমনটাই জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর একক বেঞ্চ। এরই পাশাপাশি আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় মামলায় এখনই কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, বছর শেষের ছুটির মধ্যে ওই বিজেপি বিধায়কদের ওই মামলায় কোনও নোটিস পাঠিয়ে ডাকতে পারবেন না তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকেরা।

উল্লেখ্য, জাতীয় সংগীত অবমাননা সংক্রান্ত দ্বিতীয় ওই মামলাটিতে তদন্ত স্থগিত করার দাবি নিয়ে আদালতে আর্জি জানান মামলাকারীদের আইনজীবী। অন্যদিকে রাজ্যের তরফে আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, এই একই ইস্যুতে আগের মামলায় একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানো

হয়েছে। সেই মামলার শুনানি এখনও না হয়নি। এমন অবস্থায় তাই আপাতাত রাজ্যের তরফে আবেদন জানানো হয়, যাতে আপাতত এই মামলার শুনানি না হয়। তবে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর একক বেঞ্চ জানায়, তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ নভেম্বর বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। এমনকী জাতীয় সংগীত শুরু হলেও তাঁরা বিক্ষোভ থামাননি বলে অভিযোগ তোলে তৃণমূল। এই ঘটনার জল গড়ায় হাইকোর্টে। সেই সময় অপর মামলাটিতে ১০ বিধায়ককে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। একইসঙ্গে তদন্তের উপর অন্তর্বতী স্থগিতাদেশেরও নির্দেশ দেন।

বাড়ল তাপমাত্রা, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে উধাও ঠান্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী সপ্তাহের শুরুতেই বড়দিন। পিকনিক, ঘোরাঘুরি সব মিলিয়েই উৎসবের আমেজ থাকে সেই দিন, শীত পোশাকে শীতের আমেজ উপভোগ করেন বঙ্গবাসী। সেই সময় শীত কেমন থাকবে, তা জানতে আগ্রহী শীতপ্রেমীরা। তবে বড়দিনে এবার শীত 'কম' থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উল্টে তাপমাত্রা খানিক বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। শীতের লম্বা ইনিংসে বাধা দেবে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত। বাড়বে পূবালি হাওয়ার দাপট। আর সে কারণেই রাজ্যে প্রবেশ করবে না উত্তর-পশ্চিমের শীতল বাতাস। সপ্তাহান্তেই ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা। এমনকী বর্ষবরণের সপ্তাহেও রাজ্যের মাথায় থাকবে মেঘের চাদর। আরব সাগরে সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণাবার্ত তৈরি হওয়ারও। আবহবিদরা জানিয়েছেন, রবিবার থেকে গোটা রাজ্যেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একটু একটু করে বাড়বে।

সম্পাদকীয়

ফ্ল্যাট নিয়ে কড়া আইন ও জোরালো ফোরাম দরকার

মধ্যবিত্তদের ফ্ল্যাট কেনাবেচা নিয়ে বিভিন্ন সতর্কবার্তা এবং উপদেশ দিয়ে মাঝেমধ্যেই লেখা ছাপানো হয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। বহু মানুষ তাঁদের জীবনের বেশির ভাগ সঞ্চয় থেকে ফ্ল্যাট কেনেন। কিন্তু এক শ্রেণির অসাধু প্রোমোটারের পাল্লায় পড়ে ফ্ল্যাটের জমির নকশা এবং তার যাবতীয় কাগজপত্রের অনিয়মের কারণে তাঁরা না পারেন ফ্ল্যাটের কমপ্লিশন সার্টিফিকেট বার করাতে, না পারেন বিভিন্ন পুরসভাতে মিউটেশন করে পুরসভাকে তার প্রাপ্য ট্যাক্স জমা দিতে। অবশ্য বহু বছর ধরেই জমির এই রিভিশনাল সার্ভে খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, খতিয়ান, পড়চা সাধারণ মানুষের কাছে খুবই জটিল করে রাখা আছে, যা তাঁদের বোধগম্য হওয়ার বাইরে। কোনও সরকারই এগুলি সহজবোধ্য করে তুলতে আজও ব্যর্থ। আবার এটাও বাস্তব যে, ফ্ল্যাট কেনার আগে জমির দলিল, পড়চা, ফ্ল্যাটের কমপ্লিশন সার্টিফিকেট, সেখানে ন্যূনতম জলের ব্যবস্থা, লিফট (যদি দলিলে থাকে), অন্তত সাইকেল, বাইক রাখার মতো জায়গা, প্রোমোটারের লাইসেন্স ইত্যাদি রেজিস্ট্রেশনের আগে সব কিছু দেখে কোনও ক্রেতা যদি ফ্ল্যাট কিনতে যান, তবে রাজ্যের কোনও ডেভলপারই ফ্ল্যাট বিক্রি করতে পারবেন না। আর ক্রেতা সে ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স বুকিং করার কথাও ভাববেন না। অন্য দিকে, লোন দিতে মুখিয়ে থাকা ব্যাঙ্কগুলো এক বার লোন পাশ করে দেওয়ার পরে আর কোনও জটিলতাতেই ঋণ নেওয়া গ্রাহকের পাশে দাঁড়ায় না। দিল্লিতে যে বহুতল ফ্ল্যাট আইনের সহায়তায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হল, সেই উচ্চ দরের আইনি সহায়তা নেওয়া মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে স্বপ্ন। তাই বিভিন্ন সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, বেশ কিছু অসাধু প্রোমোটারের জন্য ভাল প্রোমোটারদেরও যাতে বদনামের ভাগীদার হতে না হয়, তার কিছু একটা ব্যবস্থা করা হোক বা কড়া আইন প্রণয়ন করা হোক। তাতেও যদি কাজ না হয়, তবে যাঁরা এই বিষয়গুলিতে দিনের পর দিন ঠকে আসছেন, তাঁরা সমবেত ভাবে রাজ্যে জোরালো ফোরাম তৈরি করুন।

শাশ্বত কথা

বৃন্দাবনে বাস

বৃন্দাবনধামে বাস করিবে, কারণ তাহার দ্বারাই তাহার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হয় ও অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। সকালে ও সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা নাম এবং ধ্যান করিবে। আগে গুরুকে দর্শন কর- ইহাকে কোটি জপের এক জম বলিয়া জানিবে। কে খায় (ভোগ করে) এবং কে খাওয়ায় (ভোগ করায়)- সাধকের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করা দরকার। অর্থাৎ শ্রীভগবানই ভোক্তা জীবরূপে সকল বিষয় ভোগ করিতেছেন এবং পরমাত্মারূপে সকল জীবের ভোগ্যবিষয়সমূহ তাহাদের কর্ম্মানুসারে প্রেরণ করিতেছেন-এই তত্ত্ব ধারণা করা সাধকের পক্ষে আবশ্যক। যে যেরূপ কর্ম করিবে সে সেইরূপ ফলভোগ করিবে, পাপ বা পুণ্য অর্জ্জন করিবে। তাহাতে তোমার আমার কি আসিয়া যায়? তুমি ভগবদ্ ভজন কর।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

ইন্দর সিং

১৯০২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ চৌধুরী চরণ সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯১৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সি এম স্টিফেনের জন্মদিন।*
১৯৪৩ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় ইন্দর সিংয়ের জন্মদিন।*

আসুন পিকনিকে পায়চারি করি

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

এসে গেছে শীত। ভুল বললাম। শীতের মধ্যেই আমরা। এখন জমে পিকনিক। মানে ভরপুর মজা। স্কুলও ছুটি। সারা বছরের অপেক্ষায়। কবে এই সময় আসবে। আসবে আসবে করে বড্ড দেরী হয়ে যায়! মন মানে না। নোচিকেতার গান মনে মনে--'তুমি আসবে বলে...'। কি দারুন মজা। এবার স্কুল থেকে যাওয়া হয়নি। তাই মনটা ভালো নেই। তবে শীতটা তো আছে। তাতেই হবে। গরম পোশাক পরলেই হলো। কোনো সমস্যায় নেই। কোথায় যাওয়া যায়,কোথায় যাওয়া যায়! দীঘা পুরি তো অনেক হয়েছে। চিড়িয়াখানা, জাদুঘর তাও কতবার হয়ে গেছে। তবে বকখালি কেমন হবে। দারুন জমবে তাই না? তবে তাই হোক। এতক্ষণ ছোটদের কথা বললাম। মানে স্কুলে এরা সবাই। তাই পরিবার বা প্রাইভেট কোচিং সেন্টার থেকে যাওয়া অবধি খুব আবেগময়। এক্ষেত্রে মাস্টার জুতের হলেই হলো। সকালে আলুর দম, লুচি,একটা মিষ্টি এরপর দুপুরে সাদা ভাত ,ছোলার ভাল, একটা তরকারি, কষা মাংস, চাটনি, পাঁপড় সঙ্গে দই আর একটা মিষ্টি। তবে তো ফাটাফাটি। আর পছন্দের বন্ধু হলে মানে গেলে তো কোনো কথা হবে না। আর মাস্টার ভালো মানে তো অনেকটা ছাড়। ইয়েস, সেই লেবেলে মজা। সুতরাং পিকনিক মানে বেজায় মস্তি।

এবার একটু বড়দের কথায় আসি। এ লেবেলটা আবার মারাত্বক। মানে মন দেওয়া নেওয়া হয়েছে। তাই পিকনিক এক স্পেশাল বিষয়। মানে কলেজ বা কলেজ পাশ করা ছেলে মেয়েরা। মানে ভরপুর এক অনুভূতির খেলা। অপেক্ষায় দু'জনায়-ই। এক্ষেত্রে শুধু আনন্দই শেষ কথা। মন কোনো কথা শুনবে না। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির বারনও শোনে না। কি ছেলে কি মেয়ে। আর পয়সা? কোনো না কেনো ভাবে জুটে যায়। কখনও বাপ জোটায় কখনও নিজে থেকে হয়। কারণ টিউশন আছে না। তাই নো চিন্তা। কিন্তু এই সময়টা খুব রিস্কি। কারণ মন খুব চঞ্চল। তখন ভালো মন্দ জ্ঞান হারায়। এবার পিকনিক মানে অবশ্য রাত কাটানো। ছেলেটার বাড়ি রাজি হলেও মেয়েটার হয় সমস্যা। কি করা যায়,কি করা যায়! শেষে রাজি হয়। কারন পিয়ালী, প্রিয়া, পাপিয়ারাও যাচ্ছে। সুতরাং বাবা রাজি। মেয়ে খুব খুশি। কারণ, অন্য। পিকনিক তো ছুতো। আসলে অমিতের সাথে অনেকক্ষণ কাটানো যাবে। ওরা জানে। বাবা জানে না। মানে ওর সঙ্গে ওই কি একটা চলছে। আচ্ছা, বাবারা কি এত বোকা! সেও সব জানে। তবুও মেয়ের বায়নার কাছে ইচ্ছা করেই হার মানে। বিয়ার নাকি মদ নয়। তাই প্রিয়াদের কাছে আছে। ভুল বললাম অনেকগুলি আছে। কিন্তু যেটা নেই সেটা এবার বার করার কথা বলে। কি রে এনেছিস ওইটা? বুঝে নিন। এটা বলা যাবে না। এভাবেও চলে পিকনিক!

এর পরবর্তী বয়সে জয়রামমাটি-কামারপুকুর তো রয়েছেই। কত আর হবে। দু'জনে মিলে ১৪/১৫ শয়ের মধ্যে হয়ে যাবে। আমাদের তো কিছু লাগবে না, ওই সারদা মায়ের ছবি হলেই হলো। সঙ্গে দু'চারটে খেলনা নাতির জন্য নিলেই হলো। ওর বাবার তেমন কিছু লাগবে না। আর আমার একটু জর্দা দেওয়া পান হলেই হলো। মানে এখন যেমন তেমন কোনো একটা কিছু হলেই হলো। দুপুরে ভারত সেবাশ্রম রয়েছে। খাওয়া দাওয়া রেস্ট সবই ঢের ভালো বাইরের থেকে। ঠাকুরই সব করাচ্ছে। ওনার ইচ্ছেতে সব হচ্ছে। বয়স হচ্ছে তাই এখন ঠাকুর যেমন রাখবে তেমনই হবে। আমাদেরও পিকনিক তো ছুতো। আসলে অনেক দিন পরে বাইরে বের হওয়া আর কি। ঠাকুরের কাছে আসা আর কি। একটাই প্রার্থনা ঠাকুর যেনো সকলকে ভালো রাখে। আমরা বড় কষ্টে আছি। এই দুনিয়ায় কেউ ভালো নেই। সবাইকে ভাল রেখো মা। এই হয় এই বয়সের চাওয়া।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে আবার দেখা যায় শীত এলেই একটা হৈ হৈ পরে যায়। কারণ অনেকে একসঙ্গে বেড়াতে যান। সে খুব মজা। দাদু, দিদা, মা বাবা, ভাই, বোন সবাই মিলে হৈ হৈ করে মজা করা। আমরা চড়ুইভাতি বলে থাকি। তবে এটা বেশ পুরনো দিনের কথা। এখন আর তেমন কোনো একটা পিকনিক এর খোঁজ দেখা যায় না। কারণ এখন আর জয়েন্ট ফ্যামিলি দেখা যায় না। সবই ছোট মানে টুকরো ফ্যামিলি হয়ে গেছে। সবাই কেমন হয় তাও জানা নেই। আর থাকলেও এখন এক জায়গায় হওয়া অসম্ভব। কেউ কারো খোঁজ রাখে না। সকলে এক জায়গায় অকেশনেও এক হতে পারে না। এই তো আমাদের হাল! তবু বলবো পিকনিক দরকার আছে। পিকনিক যে খুশি দেয় সে খুশি অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন হলো আপনি কি ভাবে সেটিকে সেলিব্রেট করবেন। ভালো মনে, ভদ্র ভাবে আপনার মত করে রুচি অনুযায়ী করলেই হলো। তাতে আপনি ভালো থাকবেন। ভালো অনুভুতির জন্ম হবে। আর যদি অন্যভাবে সেলিব্রেট করেন তবে সে পিকনিক আপনার নয়।

এখানে আর আমি আমি বলে কিছু নেই। যা কিছু আছে তা হলো এক মায়া। সব কিছু ভুলে যাওয়া। অনেক ভালোবাসা অনেকের জন্য। যায় হোক একটা পিকনিক এই বয়সে এটা তো করতে পারে — মানুষের ভালোর জন্যে ভাল কিছু করতে। এটাই বা কম কি।

একটু পয়সাওয়ালাদের কথায় আসি। ওদের পিকনিক বলে তেমন কিছু হয় না। যখন মর্জি তখনই বেড়ানোর নেশা দেখা যায়। লঙ টুর তো লেগেই আছে। শীতকালটা ফেবার বেশি। এটা কম, মাঝ এবং শেষ সব বয়সীদের ক্ষেত্রেও একইরকম ভাবে এনজয় করতে দেখা যায়। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের চলনের সাথে তেমন মেলে না। আসলে মেলানো যায় না। আমরা বাঙালিরা একটু ভ্রমন পিপাসু— এটা সবাই জানে। আর বাঙালি অল্পেতে খুশি তাও সবাই জানে। কিন্তু যাদের পয়সা আছে তাদের ইচ্ছাগুলি অনেকটা এক। সে বাঙালি হলেও এক। আসলে তাদের পিকনিক বলে কিছু হয় না। আসলে তারা মজে নিজ নিজ কায়দায়। তবে এটা বুঝি যেখানে যত আনন্দ সেখানে দুঃখও তেমন। মনে হয় তাই স্বাভাবিক থাকাটা অনেক সেভ, অনেক ভালো।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে আবার দেখা যায় শীত এলেই একটা হৈ হৈ পরে যায়। কারণ অনেকে একসঙ্গে বেড়াতে যান। সে খুব মজা। দাদু, দিদা, মা বাবা, ভাই, বোন সবাই মিলে হৈ হৈ করে মজা করা। আমরা চড়ুইভাতি বলে থাকি। তবে এটা বেশ পুরনো দিনের কথা। এখন আর তেমন কোনো একটা পিকনিক এর খোঁজ দেখা যায় না। কারণ এখন আর জয়েন্ট ফ্যামিলি দেখা যায় না। সবই ছোট মানে টুকরো ফ্যামিলি হয়ে গেছে। সবাই কেমন হয় তাও জানা নেই। আর থাকলেও এখন এক জায়গায় হওয়া অসম্ভব। কেউ কারো খোঁজ রাখে না। সকলে এক জায়গায় অকেশনেও এক হতে পারে না। এই তো আমাদের হাল!

তবু বলবো পিকনিক দরকার আছে। পিকনিক যে খুশি দেয় সে খুশি অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন হলো আপনি কি ভাবে সেটিকে সেলিব্রেট করবেন। ভালো মনে, ভদ্র ভাবে আপনার মত করে রুচি অনুযায়ী করলেই হলো। তাতে আপনি ভালো থাকবেন। ভালো অনুভুতির জন্ম হবে। আর যদি অন্যভাবে সেলিব্রেট করেন তবে সে পিকনিক আপনার নয়। মনে রাখতে হবে আট থেকে আশি যেটা পছন্দ করে সেটা আপনার জন্যে খারাপ হতে পারে না। আপনি রিপ্রেজেন্ট করেন না। আপনি যে রকম ভাবে এটাকে ভালোবাসবেন আপনি ঠিক ততটাই পাবেন। বাট কন্ট্রোল আপনার হাতে। মানুষ বড় হয়। এনজয় এর ধরন বড় হয়। ভুল বললাম ' বেড়ে ' যায়। আর এরই মধ্যে রয়ে যায় জীবন। কিছু অনুভুতি, অপার ভালবাসা, অনেকটা আবেগ আমরা কি পারি না এগুলিকে সামলে চলতে? আপনার আমার হৃদয় কি বলছে! জানলে, জানাবেন।

বড়দিনে বড় ভাবনা

ফিরোজা বেগম

সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের মনের মাঝারে প্রেরণা যোগানোর মুখ্য উৎস ছিল তাঁর ই কোমল হৃদয়। বাঁচতে বাঁচতেই একেবারে দিশেহারা হয়ে ওঠা, অথবা আপনভোলা এবং অসহায়তার শিকার হওয়া মানুষজনদের তিনিই ছিলেন পরম ভরসা। তাঁদের পাশেই কেটে গেছে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়। অবশ্য স্বল্প আয়ুরই মানুষ ছিলেন তিনি। তার মধ্যেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ছোঁয়া দিয়েই তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার কোন ত্রুটিও অবশ্য ছিল না। মানুষই তাঁকে বাঁচতে দেয়নি মানুষের মতো করে। তাইতো আয়ুর দীর্ঘ পথ ধরে অতি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এগিয়ে চলার অবকাশও তাঁর ছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি রেখে গেছেন সেবামূলক কাজের অজস্র উদাহরণও।

ছোট্ট একটা জীবন বৃত্তের মাঝখানে থেকেই সবকিছুকে সকলের মতো করেই সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়েছিল তাঁকে। নতুনভাবে এবং সম্পূর্ণ পরিপূর্ণরূপে জীবন লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে তিনি উজ্জীবিতও করে তুলতেন। সেইসঙ্গে সব শ্রেণীর মানুষের হৃদয় মন্দিরে নতুন নতুন আশা সঞ্চারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির সন্ধান যোগানোর অসীম ক্ষমতাও ছিল তাঁর মধ্যে। আবার শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়েই কারও চোখের আড়ালে অদৃশ্য হবার বাসনাও কখনই জাগেনি তাঁর মনের মধ্যে। বলাই বাহুল্য, সমস্ত মুক্তি সন্ধানী মানুষজনের এগিয়ে চলার প্রেরণাদাতা ছিলেন তিনিই। আর একেবারে পাশাপাশি থেকেই তিনি তাঁদের দিতেন সঠিক পথের সন্ধানও।

যীশুখ্রীষ্ট, আমাদের অতি কাঙ্ক্ষিত এক মহামানব তিনি। প্রথম শতাব্দীর একেবারে প্রথম থেকেই একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবেই পরিচয় তাঁর। অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ই সন্তান তিনি। একেবারে আটপৌড়ে জীবনযাত্রা ছিল তাঁর নিজের এবং পরিবারের অন্য সকলেরও। সাধারণ এক ছুতোর মিস্ত্রীর ঘরে জন্ম তাঁর। নিজেও গ্রহণ করেছিলেন পিতৃদত্ত পেশাকেই। জীবিকা নির্বাহের জন্য বেছে নিয়েছিলেন সেই পথই। কিন্তু ভাবতেও অবাক লাগে একেবারে স্বল্প আয়ের উপর ভর করে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতার উপরই ভরসা রেখে অতি সাধারণ একজন মানুষ থেকে কিভাবে যে তিনি একজন অতিমানবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন অবাক হতে হয় সেই কথা ভাবলেই।

তাঁর জন্মসময় নিয়ে আছে নানান জনের নানা মতামত। অনেক অনুসন্ধানের পরও অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি সঠিক জন্মতারিখও। খ্রীষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যেও লিপিবদ্ধ নেই সেই কথা। তবে রোম সম্রাট অগস্টাসের রাজত্বকালের সময় তাঁর জন্ম বলে অনুমান করা হয়েছে। আর সেইসময় তাঁর প্রতিনিধি ক্যুইরিনিয়াসের হাতেই সব দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল রোমের জনগণের সেবা কর্মের জন্য। তারপর যীশুর

জন্মের ব্যাপারে জানা গেছে নতুন কিছু তথ্যও। কিন্তু তাঁর প্রকৃত জন্ম তারিখ এবং সালের বিষয়ে স্পষ্টভাবে কোনকিছুই জানা সম্ভব হয়নি।

দিন এগিয়ে গেছে তার নিজের মতো করেই। যীশু নিজেও ইতিহাস হয়েছেন। আর পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীরা তাঁর জন্মদিবস পালন করতে চাইলে সকলকেই একটু সমস্যার মুখোমুখিও হতে হয়েছিল বৈকি। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব ভাবনা চিন্তার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। তাই সেই বিষয়ে তাঁরা চালিয়ে গেছেন নিরন্তর গবেষণাকর্মও। অবশেষে সকলে মিলে স্থির করেন যে, প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে তাঁরা পালন করবেন প্রভু যীশুর জন্মোৎসব। আবার সেইসময় সেই একই দিনে সমগ্র রোম জুড়ে অতি সাড়ম্বরের সঙ্গেই পালন করা হত সূর্য উৎসবও। তাই যীশুকেও ভাবা হচ্ছিল উদীয়মান সূর্যেরই মূর্ত এক প্রতীক হিসেবেই। সরকারিভাবে নির্দিষ্ট সেই দিনটাকেও চিহ্নিত করা হয়েছিল বড়দিন নামেও।

উৎসবের সেই দিনে গীর্জায় গীর্জায় হাজির হতে শুরু করেছিলেন প্রভু যীশুর ভক্তরা। বিশেষ উপাসনার ইচ্ছে নিয়েই তাঁদের ছিল সেদিনের সেই আনাগোনা। গীর্জা প্রঙ্গনে উৎসবের শুরু। তারপর তা সম্প্রসারিত হতে থাকে বাড়িতে বাড়িতে, এমনকি অলিতে গলিতেও। একরাশ ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার উপচার হাতে সকলে মিলে হাজির হতেন সেই আয়োজনে। একরাশ আবেগের সাথে সাথে নিজস্ব মনটাও ভরে উঠত পরিপূর্ণতারই ছোঁয়ায়। এমনিতেই সেইসময় তাঁদের সামনে উৎসবের সংখ্যাটাও ছিল একেবারেই হাতে গোনা। তাই ২৫শে ডিসেম্বরের সেই অনুষ্ঠান তাঁদের প্রত্যেকের মনের দূয়ারটিকেও পরিপূর্ণ করে তুলত অত্যন্ত সুনিপুণভাবেই।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তারিখ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও তিনি যে জন্মেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব চার সালে সেটা মেনে নিয়েছেন সকলেই। জেরুজালেম শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত বেথেলহেমের কাছাকাছি নাজারেথ নামক ছোট্ট একটা গ্রামে ঘোড়ার একটা আস্তাবলেই জন্ম তাঁর। জন্মের পর ঘোড়ার খাদ্য হিসেবে মজুত খড়ের বিছানাই ছিল তাঁর সেইসময়ের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাঁর পিতা যোশেফ একজন বিশ্বস্ত সৈনিকের মতোই পাহারা দিচ্ছিলেন মা এবং ছেলেকে। কারণ তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে এই শিশু আর কেউই নয় স্বয়ং ঈশ্বরেরই এক দূত। তাই তাঁর ভয় ছিল অত্যাচারী রোমান শাসকরাও হয়তো জেনে যাবে সব কথা। সুতরাং তারাও নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে সেই নবজাতককে এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে। আর সেই কাজটা তারা করবে অতি গোপনেই। অতএব ছেলের প্রাণ রক্ষার তাগিদে প্রস্তুত থাকতে হয়েছিল তাঁকেও।

সেইসময় প্রাণে বেঁচেছিলেন ছোট্ট সেই শিশু। কিন্তু তারপর তাঁর কি পরিণতি হয়েছিল সেটাও জানেন সকলেই। কিন্তু যীশু এখনও অমর হয়েই বিরাজমান আছেন আমাদেরই মানস হৃদয়ে। আর সেদিনের সেই বেথেলহেম এখনও স্বমহিমায় বিরাজমান আছে মহান সেই মানুষটার সঞ্চিত সমস্ত অস্তিত্বকে সঙ্গে নিয়েই। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে অজস্র মানুষের সমাগম ঘটে সেখানে।

যীশুর সম্মানে সকলে মিলে উৎসব প্রাঙ্গনেই তৈরি করেন একটা কৃত্রিম আস্তাবলের। সহজ ও সরল চোখের মণিতে জন্ম নেওয়া সহানুভূতির অশ্রুধারাও তখন অতি অজান্তেই ঝরে পড়ে তাঁদের দুই চক্ষু বেয়েই। সকলের মনে তখন এটাই বড় সান্ত্বনা যে, বড়দিনের এই পূণ্যতিথিতেই তাঁরা পূরণ করতে পেরেছেন তাঁদের নিজস্ব জীবনের বড় ভাবনাটাকেও ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রকল্পের সুবিধা না পাওয়া নিয়ে বিজেপি নেতার অভিযোগ মিথ্যা, দাবি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিজেপির মণ্ডল সভাপতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হাটে হাঁড়ি ফাটালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। নেতার অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন বলে জানালেন তাঁরা। সস্তার রাজনীতি করছে বিজেপি, পালটা দাবি তৃণমূল প্রধানের। ঘটনাটি বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের সংগ্রামপুর শিবহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংগ্রামপুর পূর্ব পাড়ার।

সম্প্রতি, দুই বিজেপি পরিবার শ্রীবাস দফাদার ও গোবিন্দ দফাদারকে নিয়ে বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের মণ্ডল সভাপতি মনোজ কুমার সরকার দাবি করেন, বিজেপি করার জন্য ওই দুই পরিবার সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমনকি বার্ধক্যভাতা, ঘরের আবেদন করে তাঁরা সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই অভিযোগ নস্যাৎ করল ওই বিজেপি কর্মীর পরিবার।

পরিবারারে সদস্য তথা বিজেপি মহিলা কর্মী সুমিতা দফাদার ও উমাবানি দফাদার দাবি করেন, 'আমরা দুয়ারে সরকার প্রকল্পে গিয়ে সরকারি ঘর ও বার্ধক্যভাতার কোনও কাগজপত্র জমা দিইনি। পাশাপাশি লক্ষ্মী ভাণ্ডার সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছি। কেন মিথ্যা কথা বলব। মণ্ডল সভাপতি পুরোটাই মিথ্যে অভিযোগ করছেন। উনি না জেনে কথা বলছেন। আবেদন না করে, কেন বলব আমরা আবেদন করেছি। আম্ফানের সময় সরকারি সাহায্য ১০ হাজার টাকাও পেয়েছি।'

বিজেপির মণ্ডল সভাপতির মিথ্যাচার নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শিবহাটি সংগ্রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বেবি ঘোষ। তিনি বলেন, 'প্রচারের আলোয় আসতে পঞ্চায়েতকে কালিমালিপ্ত করতে পরিকল্পনা করে এই ধরনের প্রচার করছে। আমি ওই বিজেপি পরিবারের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলি। তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁরা সরকারি ঘর ও বার্ধক্যভাতার কোনও আবেদন করেননি। লক্ষ্মী ভান্ডার সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। আমাদের দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন কোনও রঙ না দেখে মানুষের কাজ করতে। আমরা সেই কাজ করছি। বিজেপি নেতা সস্তার রাজনীতি করছে।'

রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে সংঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সূচনা পুরশুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, ১০০ দিনের টাকা না দেওয়া এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মহিলাদের অসম্মানের প্রতিবাদে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ডাকে সংঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠানে প্রথম দিনই পুরশুড়াতে এসে হাজির হন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গেই ছিলেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। শুক্রবার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের একাধিক নেত্রী বৃন্দ হাজির থাকেন। হাজির ছিলেন তৃণমুল আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায়, চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী সহ একাধিক নেতৃত্ব। পুরশুড়ার সামন্ত রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি ভবনে এই অনুষ্ঠানটি হয়।

আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মহিলা কর্মীরাও আসেন এদিনের কর্মসূচিতে। আগামী দিনে সকলকে এক হয়ে চলার নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এর পাশাপাশি মানুষের পাশে থেকে তাদের অভাব অভিযোগ শুনে তার সমাধান করারও কথা বলেন তিনি। এরপরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের ৪৫ দিন ধরে এই কর্মসূচি চলবে রাজ্য জুড়ে। রাজ্যের ৩৫টি সাংগঠনিক জেলায় এই কর্মসূচি পালন করা হবে। আমি যাব প্রত্যেকটি জেলায়। তার সূচনা হল পুরশুড়া থেকে। সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, এই চার বিধানসভাকে লোকসভা ভোটে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পাখির চোখ টোখ ওসব জানিনা। এটা কি অর্জুন নাকি? তাও জানি না। কিন্তু ওটা যে কিছুই নয়, সেটা মেয়েরাই বলে দেবে। ইন্ডিয়া জোট প্রসঙ্গে তাঁর উত্তর, এই জোট কে এত ভয় কেন? আইএনডিআইএ'কে ওদের ভয় কেন তাও জানি না। ডিএ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ডিএ তো দেওয়া হয়েছে। চার শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কিম নিয়ে কথা বলুন। আমাদের নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের পাশে থাকার কথা বলেন। উনি সারা বছর ধরে গোটা রাজ্য জুড়ে মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন। আমরা ওনার নির্দেশমতো এই সংঘবদ্ধ কর্মসূচি করছি। এক হয়ে চলার জন্য।

শিশির অধিকারীকে গুরুদেব সম্মোধনে শোকজ পুরপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁথি: কাঁথির স্কুলে অনুষ্ঠানে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারীকে গুরুদেব বলে সম্মোধন করে তৃণমূল কংগ্রেস দল থেকে শোকজ হলেন কাঁথি পুরসভার পুরপ্রধান সুবল কুমার মান্না। কার্যত বিপাকে কাঁথির পুরপ্রধান সুবল কুমার মান্না। শোকজ শব্দটা শুনতেই মেজাজ হারালেন পুরপ্রধান। ঘটনার সূত্রপাত, বৃহস্পতিবার কাঁথির একটি স্কুলে উপস্থিত হন কাঁথি পুরসভা পুরপ্রধান সুবল কুমার মান্না। সেখানেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কাঁথির বর্ষীয়ান সাংসদ তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী। সেখানেই কাঁথি পুরসভার পুরপ্রধান সুবল কুমার মান্না শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। এমনকি, বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাঁথির পুরপ্রধান সুবল মান্না বলেন, 'আমার গুরুদেব মাননীয় শিশির অধিকারী।'

শুক্রবার সকালে সেই ভিডিও ও প্রণাম করার ছবি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। সংবাদ মাধ্যমে খবর হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বরা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাঁথি পুরসভা পুরপ্রধান সুবল কুমার মান্নাকে শোকজ করেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা। তারপরেই কাঁথির রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এনিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। শোকজ করা নিয়ে তৃণমূলের জেলা নেতাকে একহাত নিয়েছেন খোদ পুরপ্রধান সুবল কুমার মান্না।

বরাদ্দের থেকে ডিমের দাম বেশি! বিপাকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

সব্জির জন্য ১১ পয়সা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পুষ্টিকর খাবার মিড ডে মিলে দেওয়া হয় ডিম। কিন্তু সরকারের বরাদ্দ অর্থের থেকে ডিমের দাম বেশি হওয়ার কারণে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ব্যাপক অসুবিধায় পড়েছেন বলে দাবি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রায় 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অভিযোগ, বর্তমান বাজার দরের তুলনায় সরকারের বরাদ্দ অত্যন্ত কম। তাঁদের একটি ডিমের জন্য ৬ টাকা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, শিশুদের সব্জির জন্য ১১ পয়সা দেওয়া হয়। রাজ্যের কোন বাজারে ১১ পয়সায় পুষ্টিকর সব্জি মিলবে তাঁদের জানা নেই। তাছাড়া জ্বালানি বাবদ যে টাকা দেওয়া হয় তাও অত্যন্ত কম। এমনকি, তিন মাসের বিল জমা দিলে এক মাসের টাকা পাওয়া যায়। যার ফলে দোকানিরা তাঁদের ধারে জিনিস দিতে চান না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বলছেন, সেন্টারে একদিন ডিম না দেওয়া হলেই তাদের হতে হচ্ছে হেনস্থার শিকার। অথচ বরাদ্দের থেকে বেশি টাকায় ডিম কিনে কী ভাবে দেওয়া সম্ভব। আরও দাবি, যদি কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সিডিপিওকে জানান তখন তাঁদের উত্তর ম্যানেজ করে চালান। কর্মীদের দাবি, বিষয়টি সরকার দ্রুত বিবেচনা করে বরাদ্দ বেশি করুক, নচেৎ বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে এবার তাঁরা।

বিষ্ণুপুরে ৩৬তম পর্যটন মেলা ভার্চুয়ালি উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর মেলার ৩৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই মেলার উদ্বোধন

করলেন, ধামসা মাদলের আদিম তালে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদী সংগীতের সুরে হস্তশিল্প ও পটচিত্রের বর্ণময় বিন্যাসে পুরুলিয়া ছৌ নৃত্যের মধ্য দিয়ে শুরু হল ঐতিহ্যমণ্ডিত একটা সময়ের মল্লরাজাদের রাজধানী মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে ৩৬তম পর্যটন মেলা, মেলায় রয়েছে ৫০০-র অধিক স্টল, ২০০-র অধিক রয়েছে সরকারি স্টল, রয়েছে কুটির শিল্প হস্তশিল্পের বিভিন্ন সম্ভার। সবমিলিয়ে শহরবাসী থেকে শুরু করে পর্যটক, প্রত্যেকেই জমিয়ে উপভোগ করবে এই পর্যটন মেলা, ২১ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মেসার্স সীতলস্যাট ট্রেডার্স প্রা লি,** একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানির নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং **বি.০৫.০৩৪১৬** - এক অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়েছে। কোম্পানির সংশ্লিষ্ট মূল সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি সব অবাঞ্ছিত অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়েছে।

সীতলস্যাট ট্রেডার্স প্রা লি এর পক্ষে
৪ সিনাগগ স্ট্রিট, ৯ম তল,
কলকাতা -৭০০০০১

স্থান : কলকাতা — স্বা/-
তারিখ : ২২.১২.২০২৩ — ডিরেক্টর

হারানো প্রাপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হইতেছে যে, SBI RACPC Rajarhat (C-16822), Santosh Chambar, 2nd floor, Near City Centre-II, New Town, Kolkata. হইতে বিজয় নারায়ণ বিশ্বাস-এর একখানি রেজিস্টার্ড সাফ বিক্রয় কবলা যাহা নথিভুক্ত আছে ADSR -Cossipore Dumdum, North 24 Parganas in Book No. I, Volume No. 244, Pages from 325 to 336, Deed No. 9608/2008 হারাইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে ইকোপার্ক থানায় একখানি জেনারেল ডায়েরি নথিভুক্ত করা হইয়াছে। যাহার নং হইল GDE No. 172 dated 04.12.2023.

যদি কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিনিধি এই দলিলখানি খুঁজিয়া পান তাহলে যথা শীঘ্র সম্ভব উক্ত দলিলটি SBI RACPC Rajarhat তে জমা করিয়া দেবেন।

তারিখ-২৩.১২.২০২৩
স্থান- কলকাতা

অরিন্দম ইন্দু, এডভোকেট
হাইকোর্ট, কলকাতা
বার অ্যাসোসিয়েশন, রুম নম্বর 12
মোবাইল নং-৯২৩৯২৪৮০৭২

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ১১জি, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	ভেনুগোপাল চামারতি	০০১৪৯৯২	২৮৭৩	৫৩২৫২৫১-৫৩২৮৭৫০	৩,৫০০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
স্যাভ স্টিলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	স্যাভ স্টিলস প্রা. লি.
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৪.০৫.২০০৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U27109WB2006PTC109155
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৫/৫৩, জাগতিপোতা, কৃশান মার্কেট রোড পো. ধালুয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৫২
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩
৭.	লিকুইডেশন প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২০ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অর্ডার গৃহীত হয়েছে ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩)
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম - সুনীল চোরারিয়া রেজিস্ট্রেশন নাম্বার - IBBI/IPA-002/IP-N01209/ 2022-23/14078
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, রুম নং ২২২, কলকাতা - ৭০০ ০৭২, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল - chorariamba@rediffmail.com
১০	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, রুম নং ২২২, কলকাতা - ৭০০ ০৭২, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল - liquidation.sav@gmail.com
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৯ জানুয়ারি, ২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **স্যাভ স্টিলস প্রা. লি.**-এর লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ **২০ ডিসেম্বর ২০২৩**।
স্যাভ স্টিলস প্রা. লি.–এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে** লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
কোনও কারণে বিনিয়োগকারীগণ লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের দাবি পেশ না করলে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপটি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কপোরেট পার্সনস) রেগুলেশন অধীনে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের দাবি পেশ করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট ৩৮ ধারা অধীনে তা দাখিলকৃত হিসেবে গণ্য হবে।

আইপি সুনীল চোরারিয়া
স্যাভ স্টিলস প্রা. লি.-লিকুইডেটর সম্পর্কিত
তারিখ : ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ — রেজি নং IBBI/IPA-002/IP-N01209/2022-23/14078
স্থান : কলকাতা — এএফএ বৈধ ২৩ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত

এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট শাখা কোড:-১৬৮২২ — **গাড়ি নিলাম**
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার-২ এর নিকটে নিউটাউন, কলকাতা ৭০০১৬১। ই-মেল: sbi.16822@sbi.co.in
অনুমোদিত অফিসার : শ্রী অনুপম সরকার, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭১০৯৫১

ব্যাঙ্ক দ্বারা দখলীকৃত পুরাতন দায়বদ্ধ গাড়ি/যানগুলি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে ০৩.০১.২০২৪ তারিখে (বুধবার)। ইচ্ছুক ক্রেতাদের ২৯.১২.২০২৩ তারিখে (শুক্রবার) সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে গাড়ি/যানবাহন পরিদর্শনের জন্য নিম্নলিখিত স্থানটি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উন্মুক্ত নিলামের দরপত্র খোলা হবে ০৩.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে এসবিআই, রাজারহাট, সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার-২ এর নিকটে নিউটাউন, কলকাতা ৭০০১৬১ -তে। যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১০৯৫১
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	সংরক্ষিত মূল্য(টা.)
১.	তৈরি এবং মডেল: মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড, MAHINDRA XUV500 R FWD W10, রেজিস্ট্রেশন নং. WB08D4563, রেজিস্ট্রেশন তারিখ: ১১.০৭.২০১৭, ইঞ্জিন নং. : HHH4F21176, চেসিস নং. : MA1YU2HHUH6F13894, মালিকের নাম: শ্রী জয় ভট্টাচার্য	২০১৭	৯,৭০,০০০.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

গাড়ি '**যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের (**ইএমডি ৯৭,০০০/-**) ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা "**এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট**"-র অনুকূলে **০২.০১.২০২৪ তারিখে বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত** নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর**। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। "**এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট**" বা অফিসার কোনও ভাবেই দায়ী নয়, ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।
দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।
তারিখ : ২৩.১২.২০২৩, স্থান : রাজারহাট — **অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

Kuntala Das College of Education
Recognized by NCTE, Affiliated to BSAEU
Nischinda(Bally), Howrah
Wanted Asst. Prof. in Foundation-4 Pedagogy Subject Mathematics-2, Phy. Sc-1, History-1, Commerce-1, Bengali-1, English-1, Health & Physical Education-1, Fine Arts-1, Performing Arts-1, As per NCTE guidelines. Apply within 3days.
Email:- kdce2012@gmail.com
9831395349 / 6290793874

RAMAKRISHNA VEDANTA MISSION TEACHERS' ACADEMY
CHANDIPUR : PIRPUR : HOWRAH
Recognised by NCTE Affiliated to BSEAU.
VACANT FOR B.Ed DEPT.
Wanted Principal, Assistant Professor.
Subject: 1.Political Science, 2. Physical Science, 3. Math., 4. Health & Physical Education, 5. Fine Arts.
Walking interview on 23-12-2023.
Place- Baba Saheb Ambedkar Education University(BSAUE) 25/2 Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019.
Qualification as per NCTE Norms.
for more details:- 9434119041.
Sd/ President

এসবিআই কালীবাবুর বাজার শাখা (১২৪৬০) — **সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**
২৫৩/৯ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া, পিন-৭১১১০১, ই-মেল: sbi.12460@sbi.co.in

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই কালীবাবুর বাজার শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : অর্ণব মুখার্জি

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৮.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৮.২২০ গ্রাম নিট ওজন ৭.৩০০ গ্রাম	১টি মিনা সহ লকেট
২.	২৮.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৩.২৫০ গ্রাম নিট ওজন ৩.০০০ গ্রাম	১টি হাতের আংটি
৩.	২৮.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ১১.১৬০ গ্রাম নিট ওজন ৯.০০০ গ্রাম	১টি পাথর সহ সালিং নোয়া

তারিখ:২৩/১২/২০২৩, স্থান: কালীবাবুর বাজার শাখা, হাওড়া — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
বরুথা ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	বরুথা ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৫ অক্টোবর ২০১৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U70200WB2018PTC228606
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	**রেজি অফিস** : ইউনিট নং ৭০৯, ৮ম তল, মার্লিন ইনফিনাইট ডিএন-৫১, সেক্টর - V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **হিসেব বই রক্ষণাবেক্ষণ** : ট্রিনিটি টাওয়ার, ৫তল, রুম নং ৬ ৮৩ তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০০৪৬
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২০ ডিসেম্বর ২০২৩
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৭ জুন ২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম,রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**অনিল কুমার মিত্তাল** রেজি. নং - IBBI/IPA-002/IP-N00742/2018-2019/12263
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ৫/৯৯, সেক্টর - ২, রাজেন্দর নগর, সাহিবাবাদ জেলা - গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশ-২০১০০৫ **ইমেল** - mittalanil.ubi@gmail.com
১০	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**যোগাযোগের ঠিকানা - প্রযত্নে রিসার্জেন্ট রেজোলিউশন প্রফেশনালস এলএলপি**, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬, শরৎ বোস রোড, ৮ম তল, রুম নং ৭০৮, কলকাতা - ৭০০০২০, **ইমেল** : cirp.varutha@gmail.com
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	৩ জানুয়ারি ২০২৪
১২	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বতীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) দাবি ফর্ম ডাউনলোডের জন্য Web link https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **বরুথা ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **২০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে**।
বরুথা ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **৩ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে** অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণীভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ-প্রযোজ্য নয়।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
অনিল কুমার মিত্তাল
তারিখ : ২৩.১২.২০২৩ — বরুথা ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
স্থান : কলকাতা — **রেজি নং** : IBBI/IPA-002/IP-N00742/2018-2019/12263
এএফএ নম্বর : AA2/12263/02/130924/202855| **এএফএ বৈধ** ১৩.০৯.২০২৪ পর্যন্ত

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮/৮৩৯
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838
[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**আবদুর রউফ সরদার** (ঋণগ্রহীতা) এবং **লিলি ইয়াসমিন সরদার** (সহ ঋণগ্রহীতা)	১) ১০.০১.২০২২ ২) ২১.১২.২০২৩ ৩) ৯,৬৬,৫৪৭ টাকা (নয় লাখ ছেষট্টি হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ টাকা) টাকা ১৪.০৮.২০২৩ অনুযায়ী	**সম্পত্তির বিবরণ** স্বত্ব দলিল নং -১-০৩২০৪-২০১৫ সালের সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ৮১/৪ ডেসিমেল, তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- কাঁঠালবেড়িয়া, আরএস দাগ নং ২৩৯০/৩০২৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৯৯, এলআর খতিয়ান নং ১৩০০/৩, জেএল নং ৭৪, পো- কাঁঠালবেড়িয়া, গ্রাম- সিমুলতলা (লস্কর পাড়া) থানা- বাসন্তি, কাঁটালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩২৯। উত্তরে : ৫ ফুট (পাঁচ ফুট) চওড়া কাঁচা গ্রামীণ সড়ক, দক্ষিণে : আবদুর রউফ সরদারের জমি, পূর্বে : আবদুল আলিম সরদার; পশ্চিমে : আসিরুন্নেসা সরদার, সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় নির্মাণ।
২	**শ্রী অভিজিৎ সরদার** (ঋণগ্রহীতা)	১) ১০.০১.২০২২ ২) ২১.১২.২০২৩ ৩) ৯,১১,৬০৪.৫৮ টাকা (নয় লাখ এগারো হাজার ছয়শো চার টাকা এবং আটান্ন পয়সা) টাকা ১০.০৭.২০২২ অনুযায়ী।	**সম্পত্তির বিবরণ** দলিল নং ১-১৬১২০৩২৩৬/২০১৫, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪.১২ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা দিঘিরপাড়, এলআর প্লট নং ৩২০ থানা-ক্যানিং, জিপি-: দিঘিরপাড়,জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এবং সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় নির্মাণ।

তারিখ : ২১.১২.২০২৩ — **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.'এর পক্ষে**
স্থান : বাসন্তি, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) — **অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী**

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**প্রিসিশন রিয়েলটি ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড** (পূর্বতন কা ভি রিটেল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড হিসেবে পরিচিত), ইউ৭০২০০এমএইচ২০০৭পিটিসি১৬৬৯৩২
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	**চালু রেজিস্টার্ড অফিস :** শপ নং ৪৫, একতলা, এফ উইং, কৃশা আর্কেড, বিল্ডিং নং ১১, যশোবন্ত শ্রুস্তি, খাইরা বয়সার পালঘর থানে এমএইচ ৪০১৫০১ ভারত (চালু-নয়), **পূর্ব রেজিস্টার্ড অফিস :** নলেজ হাউস, শ্যামনগর, যোগেশ্বরী- ভিক্রলি লিঙ্ক রোড যোগেশ্বরী-পূর্ব মুম্বই -৪০০০৬০।
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	-
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	স্থাবর সম্পত্তি : বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ অস্থাবর সম্পদ : নির্ধারিত নয়।
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	নির্ধারিত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	পরিষেবা বিক্রি থেকে আয় অনুমানিক ২৬১.২ লাখ টাকা ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, (বর্তমানে কেবল ওয়ারহাউস এর ভাড়া থেকে আয়)।
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	জ্ঞাত নয়
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	ip.prdpl@gmail.com থেকে ই-মেল দ্বারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	ip.prdpl@gmail.com থেকে ই-মেল দ্বারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৮ জানুয়ারি ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৮ জানুয়ারি ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৩ জানুয়ারি ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৮ মার্চ ২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	ip.prdpl@gmail.com

স্বা/-
সিএ. প্রদীপ কুমার কাবরা
আরপি **মেসার্স প্রিসিসন রিয়েলটি ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড**
তারিখ : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ — **আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং :** IBBI/IPA-001/IP-P01104/2017-18/11790
স্থান : সুরাত — ইমেল : ip.prdpl@gmail.com

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল) এস. সরণি কলকাতা - ৭০০০১৭
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা এবং সহঋণগ্রহীতার নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
সুভাষ ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা) এবং **নিয়তি ভৌমিক** (সহ -ঋণগ্রহীতা)	১) ১৩.০৭.২০২৩ ২) ২২.১২.২০২৩ ৩) ৩৮,১২,৬৩০.২৩ টাকা (আটত্রিশ লাখ বারো হাজার ছ'শো ত্রিশ টাকা এবং তেইশ পয়সা) টাকা বকেয়া ০৯.০৪.২০২৩ অনুযায়ী।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩.৮৩ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা-ভাসা, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৫৮৯/১, এলআর খতিয়ান নং ৪২৩৬, আরএস দাগ নং ১৩০৮ এবং ১৩০৭, ১৩০৯, এলআর দাগ নং ১৩২৭ এবং ১৩২৬, ১৩২৮, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুকুর, **দক্ষিণে :** মোহন চন্দ্র ভৌমিক এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পূর্বে :** মোহন চন্দ্র ভৌমিক এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** মোহন চন্দ্র ভৌমিক এবং অন্যান্যর সম্পত্তি সমন্বিত।
টিনা মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) এবং **ত্রিদীপ মন্ডল** (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১) ৩০.০৮.২০২৩ ২) ২২.১২.২০২৩ ৩) ৫০,৬৫,৭৮৮.৮০ টাকা (পঞ্চাশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো অষ্টাশি টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ অনুযায়ী।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল (৩ ডেসিমেল দলিল নং ৮৩৬৭/২০১৪ এবং ৩ ডেসিমেল দলিল নং ৮৩৭৬/২০১৪ অনুযায়ী) কমবেশি মৌজা- বার কালিকাপুর, আরএস খতিয়ান নং ১০৩, এলআর খতিয়ান নং ১৫৬৯, দাগ নং ৪৯৫, থানা-বিষ্ণুপুর, পাথরবেড়িয়া জয়চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ৪৯৫ সম্পত্তি, **দক্ষিণে** : শ্রী মদন মোহন দত্তর জমি, **পূর্বে :** দাগ নং ৪৯৫ সম্পত্তি, **পশ্চিমে** : ৪৯৮, ৪৯৯ নং দাগ।
শেখ হারুণ রসিদ (ঋণগ্রহীতা) এবং **সুলতানা বেগম** (সহ-ঋণগ্রহীতা) **এস কে কুতুবুদ্দিন** (সহ-ঋণগ্রহীতা), **এস কে রাজাউল হক** (সহ-ঋণগ্রহীতা) **এস কে ফজলে হক** (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১) ৩০.০৮.২০২৩ ২) ২২.১২.২০২৩ ৩) ৫৪,৩৮,৪৮৪.৮৬ টাকা (চুয়ান্ন লাখ আটত্রিশ হাজার চারশো চুরাশি টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) টাকা ০৯.০৫.২০২৩ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪.০৯২ ডেসিমেল কমবেশি মৌজা- পদুনবাসন, জেএল নং ১৪৪, তৌজি নং ২৬৩৯, আরএস দাগ নং ৮৪, এবং এলআর দাগ নং ৮৯ এবং আরএস দাগ নং ৮৫, এবং এলআর দাগ নং ৮৮, আরএস খতিয়ান নং ৪৩৪, এবং ৪৩৩, এলআর খতিয়ান নং ৯৪৭৯, ৯৪৮০, ৯৪৭৮ থানা-তমলুক, ওয়ার্ড নং ১৫, স্থানীয় তমলুক পুরসভা অধীন, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। **চৌহদ্দি সংশ্লিষ্ট মতে : উত্তরে :** সীতল মাইতির জমি, **দক্ষিণে :** সন্দীপ সাঁতরার জমি, পূর্বে : আরএস দাগ নং ৮৩ রমা মাইতি এবং অরুণাভ মাইতি, **পশ্চিমে :** গোকুল চক্রবর্তীর জমি সমন্বিত।

তারিখ : ২৩.১২.২০২৩, স্থান : কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
কথা-ও-কাহিনি (পুস্তক বিক্রেতা) প্রাইভেট লিমিটেড -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**কথা-ও-কাহিনি (পুস্তক বিক্রেতা) প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০২.০৮.১৯৮৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U22219WB1989PTC047346
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২১.১২.২০২৩
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৭.০৬.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নাম** - রচনা আগ্রুালিয়া **রেজিস্ট্রেশন নং** - IBBI/IPA-001/IP-P01572/2019-2020/12602
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা** - মধুবন অ্যাপার্টমেন্ট, ৬ষ্ঠ তল, ফ্ল্যাট-বি৫, ৪৮/১১ যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৫ **ইমেল আইডি** - **ca.rachna1978@gmail.com**
১০	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল, ক্রম নং ৯ এ উল্লিখিত বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী যদি কিছু থাকে	**ঠিকানা** - রচনা আগ্রুালিয়া প্রযত্নে অনিল আগ্রুালিয়া অ্যান্ড কোং, ১৬বি রবার্ট স্ট্রিট ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১২ **ইমেল আইডি : kkpl.cirp@gmail.com**
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৪.০১.২০২৪
১২	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) Web link : https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **কথা-ও-কাহিনি (পুস্তক বিক্রেতা) প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **২১.১২.২০২৩ তারিখে**।
কথা-ও-কাহিনি (পুস্তক বিক্রেতা) প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **০৪.০১.২০২৪ তারিখে** অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
রচনা আগ্রুালিয়া
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
তারিখ : ২৩.১২.২০২৩ — IBBI/IPA-001/IP-P01572/2019-2020/12602
স্থান : কলকাতা — **এএফএ বৈধ** ১৬.০৪.২০২৪ পর্যন্ত

মালদার সুস্থানি মোড়ে প্রকাশ্যে গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী, আতঙ্ক এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরের উপকণ্ঠ সুস্থানি মোড়ে ভরদুপুরে চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সুজাপুরের এক প্লাস্টিক ব্যবসায়ী। শুক্রবার দুপুর তিনটা নাগাদ এই ঘটনাকে ঘিরে ইংরেজবাজার থানার সুস্থানি মোড় এলাকায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকেন ওই প্লাস্টিক ব্যবসায়ী। এরপরই স্থানীয় মানুষ পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আহত ওই ব্যবসায়ীকে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওই ব্যবসায়ীর বাম কাঁধের সামনের অংশে গুলি লেগেছে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই গুলি বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন চিকিৎসকরা। জখম ব্যবসায়ীর শারীরিক পরিস্থিতি সংকটজনক বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। পুলিশ সূত্রে জানা

গিয়েছে, আহত এই ব্যবসায়ীর নাম সফিকুল ইসলাম (৪৫)। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকায়। সুজাপুরে জাতীয় সড়কের ধারেই আহত ওই ব্যবসায়ীর একটি প্লাস্টিকের গোডাউন রয়েছে। পুরনো প্লাস্টিক রিসাইক্লিং করে ভিন রাজ্যে সরবরাহ করার কারবার রয়েছে ওই ব্যবসায়ীর।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সুজাপুরের বাড়ি থেকে মোটরবাইকে করে ওই ব্যবসায়ী মালদা শহরের দিকে আসছিলেন। সুস্থানি মোড়ের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ওই ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে কেউ বা কারা অতর্কিত গুলি চালায়। সেইগুলি গিয়ে বাম কাঁধে লাগে। তখনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই ব্যবসায়ী। এরপরই গোটা এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়।

এদিকে ইংরেজবাজার শহর থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে সুস্থানি মোড়ে ভরদুপুরে প্রকাশ্যে গুলি কাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

উল্লেখ্য, এই সুস্থানি মোড় দিয়েই প্রতিদিনই কয়েকশো পণ্যবাহী লরি ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত মহদীপুর এলাকায় যায়। আর সেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তের করিডোর সুস্থানি মোড়ে ব্যবসায়ীকে গুলি করার ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। আহত ওই ব্যবসায়ীর পরিবার ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

৪৮ ঘণ্টা আয়কর দপ্তরের তল্লাশি ভাতার কাগজকলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: টানা ৪৮ ঘণ্টা তল্লাশির পর শুক্রবার বারোটার সময় ভাতারের নর্জার কাগজ মিল থেকে বের হলেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। বুধবার দুপুর নাগাদ ভাতারের নর্জায় কাগজকলে এসে ঢোকেন আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, ছ'-সাতটি গাড়িতে চড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা সহ তাঁরা কাগজকলে ঢোকেন। এদিন শুক্রবার দুপুরে দেখা যায় আয়কর বিভাগের দলটি কারখানার ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যদিও আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা তদন্তের বিষয়ে কোনও মুখ খোলেননি। কারখানার আধিকারিকরা দাবি করেন, 'আয়কর দপ্তর যা জানতে চেয়েছে তাদেরকে আমরা সাহায্য করেছি।' সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার নর্জা গ্রামের কাছে রয়েছে এই কাগজকল। নর্জা গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার অতি পরিচিত খড়ি নদী। এই নদীর দু'পাশে প্রায় দু'-আড়াইশো বিঘা জমির ওপর তৈরি হয় কাগজকল কারখানাটি। এমনিতেই কাগজকল শিল্পের বিরূপ প্রভাব হল দূষণ। কারখানা চালুর পর খড়ি নদীর জলদূষণ তথা আশপাশের এলাকায় দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ একাধিকবার উঠেছিল। যদিও কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই দাবি করে এসেছে, তারা কারখানায় উৎপন্ন দূষিত জল পরিশ্রুত করেই খড়ি নদীতে ফেলে।

এই সংস্থার হেড অফিস কলকাতার সল্টলেক বলে জানা যায়। অবাঙালি ওই মালিকের রাজ্যে একাধিক কারখানাও রয়েছে। সংস্থার একাধিক ডাইরেক্টর রয়েছেন। এই সংস্থার একাধিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আয়কর বিভাগ হানা দেয় বলে জানা গিয়েছে। তবে আয়কর বিভাগ কারখানায় ঢোকার পর থেকেই কারখানার ভিতরে কোনও গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কারখানার ম্যানেজার সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিনা অনুমতিতে বাইরে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

বাইরে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে মালভর্তি ট্রাক। বুধবার দুপুর থেকেই তারা অপেক্ষা করছে। কিন্তু তাদের ভিতরে যাওয়ার অনুমতি নেই। আয়কর বিভাগের অভিযান শেষ হওয়ার অপেক্ষায় তাঁরা। তাই বর্ধমান-কাটোয়া রাজ্য সড়কে রাস্তার একধারে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন চালকরা। তবে এলাকার মানুষদের এ বিষয়ে কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বাছাই দেশের সেরার তালিকায় প্রথম তিনে শ্রীরামপুর থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বর্ষ শেষে দেশের সেরা থানাগুলিকে বেছে নিয়েছে কেন্দ্র। অমিত শাহর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বাছাই করা সেই থানাগুলির তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একটি থানা। ২০২৩ সালে দেশের সেরা থানাগুলির তালিকায় প্রথম তিনের মধ্যেই রয়েছে শ্রীরামপুর থানা। রাজ্যের একমাত্র থানা হিসেবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বাছাই করা এ বছরের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত এই থানা।

প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে এই সমীক্ষা চালানো হয়। এবারও করা হয়েছিল। এই সাফল্যের জন্য শ্রীরামপুর থানাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৫ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে পুরস্কার তুলে দেবেন সংশ্লিষ্ট অফিসারের হাতে। বর্তমানে শ্রীরামপুর থানার আইসি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন দিব্যেন্দু দাস। ২০১৯ সাল থেকে তিনি এই থানার দায়িত্বে রয়েছেন। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর থানার দায়িত্বে আসেন তিনি। প্রায় চার

বছর ধরে থানাকে অন্য চেহারায় নিয়ে গিয়েছেন। আজ কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বীকৃতি তারই ফল বলে মনে করছে পুলিশ মহল।

দিব্যেন্দু দাস জানিয়েছেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি দল এসেছিল। আদর্শ থানার স্বীকৃতি পেতে যে মাপকাঠি থাকে তা পূরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রীরামপুরের মতো মফস্বল শহরের হেরিটেজ মূল্য তুলে ধরা হয়েছে প্রতিনিধি দলের কাছে। আগামী ৫ জানুয়ারি তিনি জয়পুরে যাবেন এই পুরস্কার নিতে। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানান, বেশ কিছুদিন আগেই এই সমীক্ষা করা হয়েছিল সংস্থার তরফে। তাদের সমীক্ষায় বেশ কয়েকটি নিয়মের কথাও বলা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল জনগণকে পরিষেবা দেওয়া, মানুষের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক, থানা চত্বর কতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে এমন বেশ কিছু মাপকাঠি। পাশাপাশি কতটা উন্নত পরিষেবার মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পেরেছে পুলিশ, তাও এই সমীক্ষার অংশ ছিল। দেশের তিনটি সেরা থানার মধ্যে শ্রীরামপুর থানা জায়গা করে নেওয়ায় খুশি চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। পুলিশ কমিশনার জানান, এই স্বীকৃতি অন্য থানাগুলিকে আরও ভালো পরিষেবা দিতে উৎসাহ দেবে। এটি চন্দননগর পুলিশ-সহ গোটা রাজ্যের পুলিশের কাছে গর্বের ব্যাপার।

জমি দখলের অভিযোগ ইসিএলের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে কাজ বন্ধ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরে ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার শ্যামসুন্দরপুর ৭ নম্বর কোলিয়ারির কাছেই শুরু হয়েছে এমডিওর আওয়াত কনটিনিয়াস মাইনর তৈরির কাজ। এই পদ্ধতিতে মেশিন

দ্বারা ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করা হবে কয়লা। কিছুদিন আগেই ইসিএলের বহু বড় বড় আধিকারিক ঘটা করে উদ্বোধন করেন এই কাজ। শুক্রবার ফের আবার এলাকার বহু জমির মালিক এসে হাজির হন কাজ শুরু হওয়া প্রজেক্ট চত্বরে। ভূমিহারা কমিটির ব্যানার নিয়ে তাঁরা দাবি করেন, যেখানে ইসিএল তাদের প্রজেক্ট শুরু করেছে, সেই জমি তাঁদের। ভূমিহারাদের অভিযোগ, ইসিএল কর্তৃপক্ষ জমির মালিকদের না জানিয়েই, তাঁদের সঙ্গে জমির বিষয়ে কোনও চুক্তি না করেই কাজ শুরু করেছে। সে কারণেই তাঁরা এদিন তারা প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করে ইসিএল আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন।

জমির মালিক সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, যতক্ষণ না পর্যন্ত ইসিএলের তরফে জমির সঠিক ক্ষতিপূরণ ও ন্যায্য পাওনা জমির মালিকদের দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ প্রজেক্টের কাজ বন্ধ রাখবেন ভূমিহারারা। যদিও এই বিষয়ে ইসিএল আধিকারিকদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন-৭১৩২১৬,
টেলি: ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

১৬.০১.২০২৪ তারিখে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য পাবলিক নোটিশ

ক্র. নং	শাখার নাম, যোগাযোগের ব্যক্তি, ফোন নম্বর এবং ইমেল আইডি	ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	দায়বদ্ধতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. ইএমডি গ. বিড বৃদ্ধি	ক) অকশনের তারিখ ও সময় খ) যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ	সুরক্ষিত ক্রেডিটরের অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএস কোড	নিলামের পদ্ধতি এবং নিলামের স্থান
১.	**ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া দুর্গাপুর মেইন শাখা** বেনাচিতি, নাচন রোড, দুর্গাপুর-১৩, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১ **ইমেইল আইডি:** **ubin0541761@unionbankofindia.com**	ঋণগ্রহীতা : সুজয় ব্যানার্জি	মডেল : **HT FL BS IV Diesel Tata Ace Facelift** বর্ষ : ২০১৭ ইঞ্জিন নং : **2751D107GSYS77904** চেসিস নং : **MAT445238HVG33912** রেজিস্ট্রেশন নং : **WB39B4424** পরিদর্শনের স্থান : **দুর্গাপুর মেইন শাখা**	২.০০ লক্ষ টাকা ১৭.১২.২০২৩ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ এবং খরচ	ক. ৫৫,০০০/- টাকা খ. ৫,৫০০/- টাকা গ. ১০০০/- টাকা	১৬.০১.২০২৪ সময়: দুপুর ১২.৩০ থেকে দুপুর ১.৩০টা কোন এক্সটেনশন সময় ছাড়া ১৫.০১.২০২৪ পর্যন্ত সময়- বিকেল ৪.০০ থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত	অ্যাকা. নম্বর : ৪১৭৬০১৯৮০০৫০০০০ অ্যাকাউন্টের নাম- **INWARD RTGS** আইএফএস কোড : **UBIN0541761** শাখা- দুর্গাপুর মেইন শাখা	নিলামের পদ্ধতি : **বাস্তবিক নিলাম** নিলামের স্থান : **দুর্গাপুর মেইন শাখা** যোগাযোগের ব্যক্তি : **শাখা প্রধান শ্রী অভিমন্যু কুমার** মোঃ- ৮৯৮১৫৪৫০৬৩ ইমেল : **ubin0541761@unionbankofindia.bank**

বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলীর বিবরণ :

- অকশন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ, স্থান এবং সময়ে সর্বজনীন নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
- উপরের অস্থাবর সুরক্ষিত সম্পদগুলি 'যেখানে যেমন আছে', ' যা আছে যেমন আছে' এবং ' সেখানে যা কিছু আছে' শর্তে বিক্রি করা হবে।
- সুরক্ষিত ক্রেডিটর/ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তৃতীয় পক্ষের দাবির জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
- দরদাতাদের তাদের নিজেদেরকে পক্ষ থেকে তদন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
- ইচ্ছুক দরদাতাকে রিজার্ভ মূল্যের ১০% বায়না অর্থ জমা হিসাবে এনইএফটি/আরটিজিএস আকারে উপরে উল্লিখিত বিশদ বিবরণে বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট-ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, **দুর্গাপুর মেইন শাখা**র পক্ষে জমা দিতে হবে **সন্ধ্যা ৬.০০ টা ১৫.০১.২০২৪ তারিখ** বা এর আগে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদেয় বা একটি লিখিত রসিদ পেতে।
- যার দর গৃহীত হবে তাকে বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে হবে এবং তারপরে যে দরপত্র গৃহীত হয়েছে তার পক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে , নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত অর্থ প্রদান না করা হলে বিড পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের রয়েছে।
- ব্যাঙ্কের যে কোনো সময়ে অকশন বাতিল করার অধিকার রয়েছে।
- বিড ফর্ম পূরণ করার সময় দরদাতার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা তাদের পরিচয় প্রমাণ এবং প্যান কার্ড অবশ্যই দিতে হবে।
- একক দর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, একমাত্র দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
- একবার বিড করলে তা বাতিল বা প্রত্যাহার করা হবে না। এইভাবে ঘোষিত সফল দরদাতাকে ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি/ইন্টারনেট ট্রান্সফার/চেক সাপেক্ষে সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য (ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে , আদায়, বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে বা লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে সাপেক্ষে।
- পেমেন্ট সাপেক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার পরে বিক্রয়কৃত সম্পদটি সফল দরদাতার কাছে সরবরাহ করা হবে যেখানে শর্ত রয়েছে পরিবহনের জন্য আইনি চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন চার্জ এবং প্রযোজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর সফল দরদাতা দ্বারা বহন করতে হবে। যদি দরদাতা/হাইপোথেকেটার ব্যাংক কর্তৃক চূড়ান্ত বিড গৃহীত হওয়ার পূর্বে বাজেয়াপ্তকরণ এবং সর্বজনীন অকশন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় সহ সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করে, ব্যাঙ্ক অকশন বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
- অসফল দরদাতারা যারা ইএমডি জমা করেছেন তারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে কোনো সুদ ছাড়াই একই অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন।
- পাওয়া তথ্য এবং জ্ঞানের সর্বোত্তমভাবে, সম্পদের উপর কোন দায় নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের দায়বদ্ধতা, শিরোনাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন তদন্ত করা উচিত।
- সম্পদ অকশনে রাখা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে যাচাই করতে হবে, পরবর্তীতে পাওয়া ভুল তথ্যের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
- অকশনের বিজ্ঞাপনটি সম্পদ বিক্রি করার জন্য ব্যাংকের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। ব্যাঙ্ক এর কারণ না দেখিয়ে অকশন বাতিল করার অধিকার আছে
- সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচ্য ব্যাঙ্কের বকেয়া বরাদ্দের জন্য একচেটিয়াভাবে উপলব্ধ থাকবে এবং এটি সমস্ত বকেয়া এবং অন্যান্য বকেয়া যদি থাকে তবে এর দায়-দায়িত্ব ব্যতীত, যার সবকটিই প্রস্তাবিত ক্রেতাকে তার নিজস্ব উত্স থেকে পরিশোধ করতে হবে/ নিষ্পত্তি করতে হবে।
- দরদাতাকে নিলামের কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করতে হবে।
- হাইপোথেকার কোনো ত্রুটির জন্য ব্যাংক দায়ী বা দায়বদ্ধ থাকবে না এবং এর কোনো ওয়ারেন্টি নেই।

তারিখ: ২৩.১২.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল অ্যান্ড টি ফাইনান্সিয়া সার্ভিসকে। (পূর্বের, এলএটি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এলএটি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H172992406211 15221 এবং KOLHL21000002	1. ক্যানকুন কনস্ট্রাকশন্স (পার্টনার দেবাশীষ বিশ্বাস-এর মাধ্যমে) 2. দেবাশীষ বিশ্বাস 3. তাপসী বিশ্বাস	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: 06/12/2023 এনপিএ তারিখ: 31/10/2023	টা.2,13,14,131.76/- (টাকা দু কোটি তেরো লাখ চৌদ্দ হাজার একশ একত্রিশ এবং ছিয়াত্তর পয়সা) তারিখ 06-12-2023 অনুসারে।	**তালিকা-I** সমস্ত অংশের সম্পত্তির ঠিকানা: অফিসের জায়গা নং 505, 5ম তলার ব্লক-সি-তে, বিল্ডিংয়ের পেছনে ''PS IXL'' নামে পরিচিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া 2256 বর্গফুট সেই সঙ্গে একটি কভার্ড কার পাকিংয়ের জায়গা বেসমেন্টে একত্রে আনডিভাইডেড প্রোপোরশনেট শেয়ার জমির পরিমাপে। (1) সমস্ত অন্যান্য জমি পরিমাপের অংশ প্রায় 3 বিঘা, 12 ছটাক, 2 চিটাক্স এবং 26 বর্গ ফুট পতিত এবং অবস্থিত মৌজা আটঘোড়া,জে.এল. নং. 10, তাউজী নং 172. আর.এস. নং 113, আর.এস. দাগ নং 222, 264, 265, 266, 267, 790, 791-এর দ্বারা গঠিত, খতিয়ান নং 288/1, 530, 67, 99, 511, 68, পরগণা কলিকাতা যা রাজারহাট পুলিশ স্টেশনের অন্তর্ভূক্ত। (2) সমস্ত অন্যান্য জমি পরিমাপের অংশ প্রায় 28 কাঠা, 15 ছটাক এবং 27 বর্গফুট পতিত এবং অবস্থিত মৌজা আটঘোড়া, জে.এল. নং 10, তাউজী নং.172, আর.এস. নং.113 আর .এস. দাগ নং 222,268,269 দ্বারা গঠিত, আর.এস. খতিয়ান নং.288/1, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 344, 375, পরগণা কলকাতা যা রাজারহাট এবং (3) সমস্ত অন্যান্য জমি পরিমাপের অংশ প্রায় 67 কাঠা, 2 ছটাক এবং 44 বর্গফুট পতিত এবং অবস্থিত মৌজা আটঘোড়া, জে.এল. নং. 10, তাউজী নং 172, আর.এস. নং 113, আর.এস. দাগ নং 222,270,271,272,273, দ্বারা গঠিত, আর.এস. খতিয়ান নং 288/1, 49, 223, 523, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 344, 375, মোট জমি যার পরিমাপ 8 বিঘা, 8 কাঠা,5 ছটাক এবং 7 বর্গফুট, পরগণা-কলকাতা যা রাজারহাট পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত।
H005411206210 74535	1. সম্বরন বিশ্বাস 2. সুপ্রিয়া বিশ্বাস 3. এস.বি ইন্ডাস্ট্রিজ (এর মালিকানা সম্বরণ বিশ্বাসের মাধ্যমে)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: 06/12/2023 এনপিএ তারিখ: 31/10/2023	টা.1,35,54,131,83/- (টাকা এক কোটি পঁয়তিশ লাখ চুয়ান্ন হাজার একশ একতিরিশ এবং তিরাশি পয়সা) তারিখ 06-12-2023 অনুসারে।	**তালিকা-I** সমস্ত অংশের সম্পত্তির ঠিকানা: জমির পরিমাপ 66 ডেসিমল সেই সঙ্গে 3793 বর্গ ফুট স্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে আছে রেসিডেন্সিয়াল ইউনিটের পাশে,গোডাউন, ফ্যাক্টরি শেড, অফিস, ইত্যাদি পতিত এবং অবস্থান মৌজা- সরবেড়িয়া, জে.এল. নং 112, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং. 255, আর.এস. খতিয়ান নং.489, এল.আর. খতিয়ান নং. 180/1, পু.স্টে. বারাসত, জেলা-24 পরগণা(উ), কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সেপ্টিক ট্যাঙ্ক, সিড়ি, জলের কানেকশন, প্রাচীরের দেওয়াল, ইজিমেন্ট এবং কোয়াসী-ইজিমেন্ট অধিকার এবং এছাড়াও অন্যান্য সমস্ত ফিটিংস এবং ফিক্সচার্স, মেশিনারী যার অন্তর্ভূক্ত ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন উক্ত বিল্ডিংয়ের সেই সঙ্গে খালি জায়গা ব্যবহারের অধিকার যাতায়াতের জন্য এবং এছাড়াও কমন প্যাশেজ ব্যবহারের অধিকার, যার পরিবেষ্টন নিম্নলিখিত: সীমানা — পূর্ব: 16 ফুট প্রশস্ত রোড; পশ্চিম: সুমন মিত্রর জমি এবং দাগ নং 256 পুকুর; উত্তর: জমির দাগ নং 254 সন্তোষ সিকদারের এবং প্রবীর ঘোষের; দক্ষিণ: জমির দাগ নং 257, 256 এবং 260
H005411206210 62401 এবং H005411306211 22230	1. মনিকান্ত লাদিয়া 2. মীনা লাদিয়া 3. গঙ্গাধর লাদিয়া 4. সীতা দেবী লাদিয়া	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: 08/12/2023 এনপিএ তারিখ: 31/10/2023	টা.1,04,17,846.13/- (টাকা এক কোটি চার লাখ সতেরো হাজার আটশ ছেচল্লিশ এবং তেরো পয়সা) তারিখ 06-12-2023 অনুসারে।	**তালিকা-I** সমস্ত অংশের সম্পত্তির ঠিকানা: সমগ্র 3য় তলা যার পরিমাপ প্রায় 1965 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) সেই সঙ্গে পুরো ছাদ এবং একটি গ্যারেজের জায়গা সহ, পটি সার্ভেন্ট কোয়ার্টার্স, ব টয়লেট এববং 1টি পাম্প রুম যার সর্বমোট পরিমাপ প্রায় 390 বর্গফুট। বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ট ফ্লোর বা একতলা তৈরী হয়েছে এবং পরিকাঠামো প্রস্তুত হয়েছে উক্ত আবাসনে, যার আবাসন নং 25 বাগুর অ্যাভিনিউ, ব্লক সি, পুলিশ স্টেশন লেক টাউন, পোস্ট অফিস বাগুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা-700505 জমির সমানুপাতিক অবিভক্ত অবিভাজ্য অংশ সহ উক্ত বিল্ডিংয়ের কমন এরিয়ার পরিকাঠামো গঠিত হয়েছে জমির ওপরে যার পরিমাপ 2 কাঠা, 15 ছটাক এবং 17 বর্গফুট যা আর.এস. দাগ নং 460 আর.এস, খতিয়ান নং 726, জে.এল.নং 17 (এখন 32 / 20), আর.এস. নং 180, তাউজি নং 228 এবং 229 মৌজা শ্যামবাজার লেক টাউন পুলিশ স্টেশনের অধীন জেলা উত্তর 24 পরগণা বর্তমানে পরিচিত এবং নম্বর প্রাপ্ত বাগুর অ্যাভিনিউর মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের অধীনে যার আবাসন নং 25 মিউনিসিপ্যালিটির আবাসন, ওয়ার্ড নং 29 দমদম বিউনিসিপ্যালিটির সীমানায়। জমি এবং নির্মিত ফ্ল্যাটের পরিবেষ্টন নিম্নরূপ: সীমানা — পূর্ব: বাগুর অ্যাভিনিউ সুপার মার্কেট রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট সহ; পশ্চিম: প্লট নং 24 শ্রীমতী বিশেশ্বরী মুখার্জি; উত্তর: প্লট নং 1; দক্ষিণ: 20 ফুট প্রশস্ত রাস্তা **তালিকা-II** সমস্ত অংশের সম্পত্তির ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং.ডি / 2 পরিমাপ প্রায় 768 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) যা হল বিল্ডিংয়ের 4র্থ তলা, বিল্ডিংটি 'অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত যার গঠন এবং পরিকাঠামো জমির প্লটে অবস্থান যার পরিমাপ প্রায় 14.89 ডেসিমাল আই.ই.8 কাঠা এবং 14 ছটাক যার অংশ গড়ে উটেছে সি.এস. দাগ নং.471, আর.এস. দাগ নং. 650 জিমদার খতিয়ান নং 336-এর অধীনে, সি.এস. খতিয়ান নং 346, আর.এস. খতিয়ান নং.188, এল.আর. খতিয়ান নং. 1755 মৌজা ভেতেন্দা রাজারহাট পুলিশ স্টেশনের অধীনে জেলা 24 পরগণা যার সীমানা রাজারহাট বিষ্ণুপুর 1 নং গ্রাম পঞ্চায়েতে অধীন। সীমানা — পূর্ব: বিল্ডিংয়ের খালি জায়গা; পশ্চিম: কমন প্যাসেজ; উত্তর: কমন সিঁড়ি; দক্ষিণ: ফ্ল্যাট নং ডি/3 **তালিকা-I** সমস্ত অংশের সম্পত্তির ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং. ডি/5 পরিমাপ প্রায় 510 বর্গফুট (সুপার বিল্ড আপ এরিয়া) 4র্থ তলায় বিল্ডিং যা 'অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট' হিসাবে পরিচিত যার গঠন এবং পরিকাঠামো জমির প্লটে অবস্থান যার পরিমাপ প্রায় 14.89 ডেসিমাল আই.ই.8 কাঠা এবং 14 ছটাক যার অংশ গড়ে উটেছে সি.এস. দাগ নং.471, আর.এস. দাগ নং. 650 জিমদার খতিয়ান নং 336-এর অধীনে, সি.এস. খতিয়ান নং 346, আর.এস. খতিয়ান নং.188, এল.আর. খতিয়ান নং. 1755 মৌজা ভেতেন্দা রাজারহাট পুলিশ স্টেশনের অধীনে জেলা 24 পরগণা যার সীমানা রাজারহাট বিষ্ণুপুর 1 নং গ্রাম পঞ্চায়েতে অধীন। সীমানা — পূর্ব: কমন প্যাসেজ; পশ্চিম: বিল্ডিংয়ের খালি জায়গা; উত্তর: ফ্ল্যাট নং ডি/6; দক্ষিণ: ফ্ল্যাট নং ডি/4

তারিখ: 23.12.2023
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তরফে

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.

শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পো. নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া,
পিন - ৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ), ফোন নং - ০৩৪৭২-২৪০৩৪৭
স্থাপিত - ১৯২৯ (রেজি. নং ৪২ তারিখ ২৬.১১.১৯২৯)
আরবিআই লাইসেন্স নং - ইউবিডি. পব ১৪/২০০৯-১০

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং নথি দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় ২৮.১২.২০২৩ বেলা ২টা পর্যন্ত

ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হবে ২০০২ সালের (২০০২-৫৪ সারফেসি) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশ অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে।

যেহেতু, **দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ**, নদিয়ার অনুমোদিত অফিসার নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশ অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছে ইস্যুকৃত নোটিশ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্ট আমাদের শাখা দায়বদ্ধ হিসেবে **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে এবং যা আছে ভিত্তিতে'** বিক্রয় করার অধিকারে ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রয় সম্পাদিত হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা ওয়েবসাইট **https://www.bankeauctionwizard.com** অনুযায়ী।

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত/ সম্পত্তি (সমূহ) মালিকের নাম	দাবি/দখল নোটিশের তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ (জামিনদত্ত ঋণ)	ইএমডি প্রেরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (টা.) খ) ইএমডি গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ (টা.)	ই-নিলামের তারিখ/সময়
১	**বিজয় সরকার পিতা শ্রী সুধীর চন্দ্র সরকার**	জমি এবং ভবন পরিমাণ ০.৫৬ শতক বা ০.৪৬ কাঠা বিজয় সরকার, পিতা শ্রী সুধীর চন্দ্র সরকারের স্বত্বাধীনে, খতিয়ান নং আরএস -৪০৩, সাবেক এলআর -১৫৫১, ২৬৯৩৭, দাগ (প্লট) নং আরএস - ৬৯৬৪, এলআর - ১২৩৯৩, মৌজা- ২০ নবদ্বীপ। দলিল নং -১-২০৯৬-২০১৭ সালের।	**নোটিশ ১৩/২** ধারাধীনে :তাং ১২.০২.২০২১, **নোটিশ ১৩/৪** ধারাধীনে তাং : ০৬.০৭.২০২২ এবং **৪,৭৭,৭২৫ টাকা** ৩১.০১.২০২১ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ও ব্যয়।	ডিডি -**দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি**, নবদ্বীপ, নদিয়ার অনুকূলে	১) ৪,০০,০০০ টাকা ২) ৪০,০০০ টাকা ৩) ১০,০০০ টাকা	তাং ০২.০১.২০২৪ বেলা ১১.৩০ টা থেকে ১২.৩০ টা পর্যন্ত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ, যদি শেষ ৫ মিনিটে কেউ ডাক দেয় সাপেক্ষে।

নিয়ম এবং শর্তাদি

১. সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল করতে হবে বন্ধ খামে উল্লিখিত প্রক্রিয়া সম্পাদন সাপেক্ষে নির্ধারিত ফর্মে ই-নিলাম অফিসারের নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য **২৮.১২.২০২৩ তারিখ (বিকেল ৪টে পর্যন্ত)** ডিমান্ড ড্রাফট/ব্যাঙ্কারস চেক উল্লিখত ইএমডি পরিমাণ সহ। সংশ্লিষ্ট বন্ধ খাম 'ইএমডি ফর ই-অকশন এ/সি দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টের নামে) শীর্ষলিখিত ভাবে দাখিল করতে হবে'।
২. ইএমডি পরিমাণ ব্যাঙ্কারস চেক/ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে '**দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ, নদিয়ার** অনুকূলে দাখিল করতে হবে। ইএমডি ফেরৎযোগ্য অসফল টেন্ডারদাতার ক্ষেত্রে। অন্য যেকোনও ভাবে সংশ্লিষ্ট **চেক/ক্যাশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দাখিল উক্ত উদ্দেশ্যে কর্তৃক গৃহীত হবে না**। ডাকদাতাগণ বায়না জমা সংশ্লিষ্ট অন্যভাবে দাখিল করলে উক্ত ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুমতি পাবেন না।
৩. ব্যাঙ্ক ই-নিলাম প্রক্রিয়ার তারিখ পরিবর্তন যেকোনও অনিবার্য কারণে/ছুটির দিন ঘোষিত হওয়ার কারণে বাতিল করার অধিকার রাখে।
৪. কোনও অসুবিধার কারণে বা সহায়তার প্রয়োজনে নিলাম প্রক্রিয়ার পূর্বে বা নিলাম প্রক্রিয়ার মধ্যে অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার বিস্তারিত **শ্রী কুশল বোস, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭৫৮৭১৯, ইমেল আইডি : kushal.b@antaressystems.com**।
৫. সফল ডাকদাতাকে ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) ডাক পরিমাণের দাখিল করতে হবে ইএমডি ব্যতীত অব্যবহিতভাবে (৪৮ ঘণ্টা) মধ্যে, এবং অবশিষ্ট পরিমাণ নিলামের তারিখ থেকে অর্থাৎ ০৮.০১.২০২৪ তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে। কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে সফল ডাকদাতা কর্তৃক আদায়কৃত সমুদয় অর্থ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হবে এবং অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার রাখেন এবং নতুন করে নিলাম ডাকতে পারেন।
৬. সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয়, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন বিক্রয় সার্টিফিকেট/হস্তান্তর, যদি কিছু থাকে, সফল ডাকদাতাকে বহন করতে হবে।
৭. সংশ্লিষ্ট উক্ত সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের জন্য আগ্রহী ডাকদাতারা **শ্রী প্রবীর মন্ডল (চিফ এগজিকিউটিভ), অনুমোদিত অফিসার, দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ, নদিয়া**, সঙ্গে যোগাযোগ নম্বর **+৯১ ৮৪৩৬৬৬৩৪৫৭**, ইমেল আইডি : **nbccbank@rediffmail.com** এর সঙ্গে কাজের দিন কাজের সময়ে যোগাযোগ করতে হবে।

তারিখ : ২৩.১২.২০২৩
স্থান : নবদ্বীপ

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.

তামিলনাড়ুতে বন্যায় ৯০০ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর: গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে বানভাসী তামিলনাড়ু। ইতিমধ্যে বৃষ্টিজনিত কারণে তামিলনাড়ুর ৪ জেলায় ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার একথা জানিয়ে বৃষ্টি-বিধ্বস্ত এই রাজ্যের জন্য ত্রাণ ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তামিলনাড়ুর বৃষ্টির জন্য ৯০০ কোটি টাকা ত্রাণ ঘোষণা করলেন তিনি। সীতারমণ বলেন, কেন্দ্র ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ুতে এই আর্থিক বছরের জন্য দুটি কিস্তিতে ৯০০ কোটি টাকা তহবিল ছেড়ে দিয়েছে।

তামিলনাড়ুর বন্যা-পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যে আঞ্চলিক আবহাওয়া অধিকর্তাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন বলে জানান নির্মলা সীতারমণ। তিনি জানান, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারে এরকম অত্যাধুনিক সরঞ্জাম রয়েছে চেন্নাইয়ে। যেটি গত ১২ ডিসেম্বর চার জেলা , তিনকাসি, কন্যাকুমারী, তিরুনেলভেলি এবং ১৭ ডিসেম্বর তুতিকোরিনে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির জন্য আবহাওয়া দপ্তরকেই দায়ী করেছিলেন তামিলনাড়ুর মন্ত্রী মানো থানগরাজ। দেরিতে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্যই আগাম সতর্কতা নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছিলেন তিনি। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে নেতা এমকে স্ট্যালিনও বন্যা পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্র অনুদান দেয়নি বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। এদিন সব অভিযোগ উড়িয়ে দেন নির্মলা সীতারমণ। তাঁর দাবি, এটিকে জাতীয় বিপর্যয় বলা যায় না। বরং রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির সময় মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দেন বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

পর্যাপ্ত নয় ৫০ হাজার

ধামী সরকারকে আর্থিক পুরস্কার ফেরালেন র‍্যাট হোল মাইনাররা

দেরাদুন, ২২ ডিসেম্বর: উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে ১৭ দিন আটকে ছিলেন ৪১ জন শ্রমিক। বিদেশ থেকে আনানো যন্ত্রও যেখানে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, সেখানেই শেষ মূহুর্তে ত্রাতা হয়ে এসেছিলেন 'র‍্যাট হোল মাইনার্স'রা। একদিনেই তাঁরা মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছিলেন ৪১ শ্রমিককে। বৃহস্পতিবার তাঁদের পুরস্কৃত করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। কিন্তু শুক্রবার সেই পুরস্কার ফিরিয়ে দিলেন র‍্যাট হোল মাইনার্সরা। তাঁদের কথায়, এই টাকায় কিছুই হবে না তাঁদের। বরং তাঁরা এই টাকা সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকদের দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

উত্তরাখণ্ডের দুঃসাহসিক উদ্ধারকাজের জন্য বৃহস্পতিবারই ১২ জন র‍্যাট হোল মাইনারদের সম্মানিত করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী।

৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁদের প্রত্যেককে। কিন্তু এ দিনই সেই আর্থিক পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানান র‍্যাট হোল মাইনাররা। তাঁদের দাবি, এই টাকায় কিছু লাভ হবে না তাঁদের। বরং উত্তরাখণ্ড সরকারের দেওয়া আর্থিক সাহায্য তাঁরা উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেন।

তাঁরা বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান করি। উনি আমাদের এই সম্মান দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের মতে এটা নায্য নয়। এই ৫০ হাজার টাকায় তাদের কিছু হবে না। আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার করে এনেছিলাম।'

ঝাড়খণ্ডে রেললাইন উড়িয়ে দিল মাওবাদীরা

রাঁচি, ২২ ডিসেম্বর: ঝাড়খণ্ডে রেললাইন উড়িয়ে দিল মাওবাদীরা। যার জেরে হাওড়া-মুম্বই শাখায় ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রেল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ গোইলকেরা এবং পোসাইতা স্টেশনের মাঝে রেললাইনের বেশ খানিকটা অংশ বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে মাওবাদীরা। সেই সময় ওই পথ ধরেই ১৮০৩০ শালিমার-কুরলা আপ এক্সপ্রেস যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই বিষয়টি নজরে পড়ে পাশের লাইন দিয়ে যাওয়া মালগাড়ির চালক এবং গার্ডের। সঙ্গে সঙ্গে গোইলকেরা এবং পোসাইতা স্টেশন ম্যানেজারকে সতর্ক করে দেন তাঁরা।

এই খবর পাওয়ার পরই গোইলকেরা স্টেশনে শালিমার-কুরলা আপ এক্সপ্রেসকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। রেলের শীর্ষ আধিকারিকদেরও খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রেলের শীর্ষকর্তারা এবং রেল সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যেরা। রেল সূত্রে খবর, ২২ ডিসেম্বর ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছে মাওবাদীরা। তার আগেই চক্রধরপুর রেল শাখার গোইলকেরা এবং পোসাইতা স্টেশনের মাঝে থার্ড লাইনে বিস্ফোরণ ঘটায় তারা। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল থেকে মাওবাদীদের একটি ব্যানার উদ্ধার হয়েছে।

ইমরান খানের জামিন মঞ্জুর করল পাক সুপ্রিম কোর্ট

ইসলামাবাদ, ২২ ডিসেম্বর: স্বস্তি মিলল অবশেষে। দীর্ঘদিন জেলবন্দি থাকার পর অবশেষে জামিন পেলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পিটিআই প্রধান ইমরান খান। বৃহস্পতিবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে ধাক্কা খাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শুক্রবার ইমরান খানের জামিন মঞ্জুর করল পাক সুপ্রিম কোর্ট। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের আগে ইমরান-সহ সমগ্র পিটিআই দলের কাছে এটা বড় জয় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন ইমরান খানের সঙ্গে জামিন পেয়েছেন পিটিআই দলের আরেক নেতা শাহ মেহমুদ কুরেশিও।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সাইফার মামলায় জেলবন্দি ইমরান খান ও তাঁর সঙ্গে শাহ মেহমুদ কুরেশির জামিন মঞ্জুর করেছে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। পাকিস্তানি মুদ্রায় ১০ লক্ষ টাকা করে ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্টের ৩ বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

তবে সাইফার মামলায় জামিন পেলেও তোষাখানা দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে ইমরান খানের বিরুদ্ধে। ফলে সাইফার মামলায় ইমরান খান সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেও তিনি এখনই জেল থেকে মুক্তি পাবেন কি না তা এখনই স্পষ্ট নয়। ফলে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আদৌ কাপ্তান লড়াই করতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

হামাসকে চরম হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর

জেরুজালেম, ২২ ডিসেম্বর: দেখতে দেখতে আড়াই মাস পেরিয়ে গিয়েছে। ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ থামার কোনও লক্ষণই নেই। মাঝের যুদ্ধবিরতি পেরিয়ে গাজায় ফের নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে ইজরায়েলের সেনা। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়ে দিলেন, যতক্ষণ না পণবন্দিরা মুক্তি পাচ্ছেন এবং হামাস সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে।

তাঁর হুঁশিয়ারি, 'একটা সহজ বাছাই করতে হবে হামাসকে। হয় আত্মসমর্পণ করো নয় মরো। এছাড়া আর কোনও অপশন নেই। জয় না আসা পর্যন্ত আমরা লড়ব।' প্রসঙ্গত, এর আগেও এই নিয়ে এমনই মন্তব্য করেছিলেন নেতানিয়াহু। এবারও সেটাই বজায় রেখে আক্রমণের সুর চড়ালেন তিনি।

বলে রাখা ভালো, হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১৮ হাজার প্যালেস্তিনীয়র।

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No. 2023_ZPHD_629608_1 to 2023_ZPHD_629608_5, 2023_ZPHD_629962_1 to 2023_ZPHD_629962_2 and 2023_ZPHD_629974_1 to 2023_ZPHD_629974_5 are dated 22-12-2023.** Last date of tender dropping **09-01-2024 up to 10.45 A.M.** and opening date of tender **16-01-2023 10.00 A.M.** For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

যুদ্ধে জিততে 'গাঁজা' সেবন বৈধ করল ইউক্রেন!

কিয়েভ, ২২ ডিসেম্বর: গোটা বিশ্বের নজর এখন পশ্চিম এশিয়ায়। হামাসের-ইজরায়েল যুদ্ধ চলছে। তবে, তার আড়ালে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও। সম্প্রতি ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী দাবি করেছে, আরও ৫ লক্ষ নাগরিককে সেনাবাহিনীতে যুক্ত করতে পারলেই যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, বাধ সেধেছেন খোদ ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। তাদের বিস্তৃত পরিকল্পনা জেনে তবেই তিনি এই প্রস্তাব অনুমোদন করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। আসলে, এই বিপু সংখ্যক নাগরিককে সেনায় যোগ দেওয়াতে, ইউক্রেনের অন্তত ১৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রয়োজন। তবে, তার থেকেও বড় প্রশ্ন লড়বে কারা? অধিকাংশ ইউক্রেনীয় নাগরিকই এখন পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বা পিটিএসডি-তে ভুগছেন। আর এই সমস্যার মোকাবিলা করতেই, গাঁজা সেবন বৈধ করল পূর্ব ইউরোপের এই দেশ।

২০২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে দুই বছর পূর্ণ হতে চলেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। এই দীর্ঘ যুদ্ধের প্রভাবে এখন হাজার হাজার ইউক্রেনীয় পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে ভুগছে। এটি একটি মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা। যুদ্ধ, বা যুদ্ধের মতো কোনও ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে বা অনুভব করলে মানুষের মনে এই রোগ হয়। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক চলে মনের মধ্যে। দুঃস্বপ্ন, গুরুতর উদ্বেগ, অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনা চলে মনের ভিতর। এই ভয়ানক মানসিক স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতির মধ্যে, মঙ্গলবার গাঁজা সেবন বৈধ করার পক্ষে ভোট দিল ইউক্রেনীয় সংসদ।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গাঁজা সেবন নিষিদ্ধ। হাতো গোনা কয়েকটি দেশে বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার আছে। ইউক্রেনেও এতদিন গাঁজা সেবন নিষিদ্ধই ছিল। কিন্তু, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে মূলত পিটিএসডি সংকটের মোকাবিলাতেই এই পদক্ষেপ করল ইউক্রেন সংসদ। ইউক্রেনের সংসদে এই বিষয়ক একটি খসড়া বিল পেশ করেছিলেন সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস স্মিহাল। সংসদের ৪০১ জন সদস্যের মধ্যে ২৪৮ জনই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক প্রতিবেদনে অনুযায়ী, বিলটি এখন পাশ হলেও, নতুন আইন কার্যকর হতে অন্তত ছয় মাস সময় লাগবে। ইউক্রেনীয় সাংসদদের মতে, গাঁজা সেবন বৈধ ইউক্রেনীয় নাগরিকদের ট্রমার উপসর্গগুলির নিরাময়ে সহায়ক হতে পারে।

তবে, শুধু ইউক্রেনে থেকে যাওয়া নাগরিকদেরই নয়, প্রতিবেশী দেশগুলিতে পালিয়ে গিয়েছেন যে সকল শরণার্থীরা, তারাও ব্যাপক মানসিক স্বাস্থ্যগত ক্ষতির মুখে পড়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পোল্যান্ডে আশ্রয় নেওয়া ইউক্রেনীয় মহিলা শরণার্থীদের ৬০ শতাংশেরও বেশি গুরুতর মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। পোল্যান্ডে ইউনিসেফ রিফিউজি রেসপন্স অফিসের প্রধান, ড. রাশেদ মোস্তাফা সারওয়ার জানিয়েছেন, ইউক্রেনের যুদ্ধের মানসিক সামাজিক ক্ষতির পরিমাণ অপরিসীম।

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Construction Of Concrete Road And Drain At Bireswar Nagar Under Ward No - 18, Baranagar Municipality", **NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT- 79 (eCMRO)/ 2023-24 Dated-22.12.2023, Tender ID No. 2023_MAD_629536_1.** Bid submission of end date(Online) is **09.01.2024 up to 11.00 A.M.** For details please log on to www.wbtenders.gov.in and visit **www. baranagarmunicipality.org**
Sd/- Chairman

e-TENDER NOTICE
Office of the Khandaghosh Panchayat Samity
Sagrai, Purba Bardhaman
e-NIT No. BWN BWN/EO/ KHANDA/ NIeT-12/2023-24 Dt. 22-12-2023 Tender Id: 2023_DMB_628957_1 to 33 Bid submission start Dt. & Time (online): **22/12/2023 from 09:00 am** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **06/01/2024 up to 09:00 am.** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Khandaghosh Panchayat Samity

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **1 no.** different work under **15th FC Untied 2023-24** Fund vide **Memo No.: 842/DGP & e-NIT No.: 21/DGP/PRO/2023-24, Date: 22.12.2023.** Bid Submission Start Date (Online): **22.12.2023 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **06.01.2024 up to 03:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **09.01.2024 at 09:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Mugura Gram Panchayat
(Raina-I Panchayat Samity)
Vill.+P.O.- Sanktia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are being invited from the eligible contractor vide **Memo No.: i) 380/MGP, ii) 381/MGP & iii) 382/MGP, Date: 22.12.2023. Fund: 5th SFC (2023-24) & 15th CFC (2023-24).** Bid Submission Start Date: **22.12.2023 at 05:00 PM.** Bid Submission End Date: **29.12.2023 (Memo: 380 & 381) & 06.01.2024 (Memo: 382) at 11:00 AM.** Bid Opening Date**: 02.01.2024 (Memo: 380 & 381) & 08.01.2024 (Memo: 382) at 11:00 AM.** Tender will be available in the website **www.wbtenders.gov.in** and undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Mugura Gram Panchayat

Babnan Gram Panchayat
Babnan, Dadpur, Hooghly
e-Tender Notice
e-Tender is hereby invited from resourceful, experienced, bonafide, reputed Contractors for execution of the works vide **NIT No.: 12/BAB/CFC/2023-24 & 13/BAB/PBG-SFC/2023-24, Date: 22.12.2023.** Other details can be seen from the notice board of the undersigned GP Office & **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করছেন যেগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় **১০.০১.২০২৪ বেলা ১১টা**। বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৩_২৪_৪৩, তারিখ ঃ ২০.১২.২০২৩। কাজের নামঃ** (১) আদ্রা ডিভিসনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে এলওয়াইডি-এমএলকিউ সেকশনের মধ্যবর্তী প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেট এএম-৪৪ এবং পিআরআর-কেএসএক্স সেকশনের মধ্যবর্তী পিকে-৫ অপসারণের জন্য আরইউবি/সাবওয়ে নির্মাণ। (২) আদ্রা ডিভিসনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে প্রহরীযুক্ত এলসি গেট পিকে-৭, পিআরআর-কেএসএক্স ও বিকিউএ-এমএসএই-এর মধ্যবর্তী ব্রিজ-১ ও ব্রিজ-১০৮-এর পরিবর্তে অনধিকার প্রবেশকারীদের জন্য কম উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ, সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ সম্পর্কিত অন্যান্য সরঞ্জাম সহ সিগন্যালিং ও টেলিকম আউটডোর কেবল শিফটিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬২,০০,৪৫৩.৯০ টাকা।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৩_২৪_৪৪, তারিখ ঃ ২০.১২.২০২৩। কাজের নামঃ আদ্রা ডিভিসনে পুরাতন ডেটালগারগুলির ইনপুট ক্যাপাসিটি বাড়াবার লক্ষ্যে তাদের বদলের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৮৪,৪৯,২৭৯.৫৭ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১১.০১.২০২৪ বেলা ১১টা**। বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-951)**

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **2 nos.** different development work under **15th CFC Tied 2023-24** Fund vide **Memo No.: 841/DGP & e-NIT No.: 11/DGP/PRO/2023-24 (3rd Call), Date: 22.12.2023.** Bid Submission Start Date (Online): **22.12.2023 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **06.01.2024 up to 03:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **09.01.2024 at 09:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE
E-tender invited by The Pradhan **Ganganandapur Gram Panchayat** under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. Etender Notice 2023_ZPHD_625773_1, Memo No. 408/GANGA/1/23-24, Dated-18.12.23 and 2023_ZPHD_627100_1, 2023_ZPHD_627205_1, 2023_ZPHD_627243_1, 2023_ ZPHD_627330_1, 2023_ZPHD_627361_1, 2023_ZPHD_627442_1, Memo No. 414/Ganga/23-24, Dated-20.12.23 and 2023_ZPHD_627473_1, 2023_ZPHD_627578_1, Memo No. 415/Ganga/23-24, Dated-20.12.23 and 2023_ZPHD_627612_1, 2023_ ZPHD_627647_1, 2023_ZPHD_627668_1 Dated-20.12.23 More details please visit **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Ganganandapur GP.
Bongaon Block North 24 Pgs

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIT-07 OF 2023-24
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 3 no. various works under Basirhat Municipality.
e-Tender Start Date: 22.12.2023 at 9.00 am Closing Date: **29.12.2023 upto 12.30 pm** For more information, visit:
www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

Singur-II Gram Panchayat
Ratanpur-II, Singur, Hooghly, 712409
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from bonafied resourceful contractor for execution of different development works vide **NIT No.: i) 257/Sing-II/2023-24 (Sl.-1-5), ii) 258/Sing-II/2023-24 (Sl.-1-4) & 259/Sing-II/2023-24 (Sl.-1-3), Date: 19.12.2023. Fund: NIT- 257 & 258 - SBM(G) & NIT- 259 - 5th SFC.** Date of Sale of Tender Form: On any working day from **20.12.2023 to 02.01.2024 from 11:00 AM to 02:00 PM (NIT- 257 & 258).** Last Date of Dropping: **03.01.2024 up to 02:00 PM (NIT- 257 & 258) & 04.01.2024 up to 02:30 PM (NIT- 259).** Date of Opening of Tender: **06.01.2024 at 10:00 AM (NIT- 257 & 258) & 03:30 PM (NIT- 259).**
Sd/-, Prodhan
Singur-II Gram Panchayat

CORRIGENDUM
NOTICE INVITING E-TENDER
1. N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/391/23-24 Dated 04.12.2023
E-Tenders are being Invited for :- Construction of Under Ground Pipe Line [pipe dia=600mm(NP3)] & Improvement of Road of Length - 550 m at Shyamkhola more to Atri Aqua project via Botanica at Ward No.- 25 and 26 under Rajpur-Sonarpur Municipality. **a) Tender Value:Rs.62,32,762.00.b)**Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender is being extended from **21.12.2023 at 11-00 hrs** to **26.12.2023 at 17-00 hrs. c)** Date & Time for Opening of Technical Bid is being extended from **23.12.2023 at 11-05 hrs to 28.12.2023 at 17-05 hrs. d)** Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Bondul-1 Gram Panchayat
Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman
NOTICE INVITING E-TENDER
e-NIT No.: 11/BON-1/2023-24, Date: 20/12/2023, under 15th CFC (Untied) for 3 nos. of Road works is hereby invited by the Prodhan, Bondul-1 GP from bonafied & eligible resourceful agency. Last Date of Online Bid Submission at e-Tender portal **04/01/2024 up to 01:00 PM.** For more details please contact at GP office or may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 3 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/GG-I/NIT-13/SL.-01-03/2023-24 & Memo No.: GG-I/472/1-16, Date: 21.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_629346_1, 2, 3.** Bid Submission Start Date (Online): **22.12.2023 at 05:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **08.01.2024 up to 10:55 AM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **10.01.2024 at 12:30 PM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
180 & 181/23-24 Dated. 22-12-2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Coochbehar & Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **23-12-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **08-01-2024 & 15-01-2024 before 2.00 & 3.00 pm** as per NIeT.
Dater: 22.12.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

e-Tenders are invited by the Chairman, Garulia Municipality, P.O. Garulia, North 24 Parganas for development works at different Wards under Garulia Municipality under 15th Finance Commission (Untied Fund). **e-Tender No.: WBMAD/ ULB/GM/NIT-10/2023-24 (2nd Call) Date:20-12-2023.** e-Tender ID :**2023_MAD_627088_1.** Tender Value:**Rs.2,28,646-00. e-Tender No.: WBMAD/ULB/ GM/NIT-10/2023-24 (2nd Call) Date : 20-12-2023.**e-Tender ID:**2023_MAD_627088_2.**Tender Value: **Rs.1,12,387-00.e-Tender No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-10/2023-24(2nd Call) Date : 20-12-2023.** e-Tender ID: **2023_ MAD_627088_3.**Tender Value: **Rs.1,34,860-00.** Start date of Bid Submission: **20-12-2023 6-30 p.m.** Bid Submission End Date: **06-01-2024 5-30 p.m.**Details information will be available in **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-Sri Ramen Das
Chairman
Garulia Municipality

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর: ২০২৪ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁকে আমন্ত্রণ জানাল ভারত। প্রথমে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কে। তবে, চলতি মাসের শুরুতেই জানা গিয়েছিল, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে আসতে পারবেন না বাইডেন। এরপরই প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হিসেবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে, এমনটাই জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। তবে, ম্যাক্রঁ আসার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রতি বছরই প্রধান অতিথি হিসেবে বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সাধারণত এই আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে, ভারত সরকার, সংশ্লিষ্ট দেশটির সঙ্গে কূটনৈতিক সুসম্পর্ককে তুলে ধরে।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ। এই মঞ্চ থেকে কূটনৈতি সম্পর্ক জোরদার করার কাজও করা হয়। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। রাফাল যুদ্ধবিমান নিয়ে চুক্তি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে দুই দেশ পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে রাফাল জেটের এয়ার শো-ও দেখা যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতে, প্যারিসে আয়োজিত ব্যাস্তিল দিবসের কুচকাওয়াজে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানও দেওয়া হয়েছে।

এর আগে, জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের সময় নয়া দিল্লিতে এসেছিলেন ম্যাক্রঁ এবং বাইডেন দুজনেই। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কিছু না বলা হলেও, ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এরিক গার্সেটি জানিয়েছিলেন, সেই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তবে, চলতি মাসের শুরুতেই জানা যায়, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় আসতে পারবেন না বাইডেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনেক মহল থেকে বলা শুরু হয়েছিল, মার্কিন মুলুকে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীর হত্যার ষড়যন্ত্র নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী মোদি সাফ জানিয়েছেন, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের বন্ধন এত ঠুনকো নয়, যে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার অবনতি ঘটবে।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
WB-HMC/NIT/ED/12/EE-II/BEUP/23-24 তারিখ : ২০.১২.২০২৩
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার(রোডস), এইচএমসি , ওয়ার্ড নং ৪৫ (বিইইউপি) অধীন বড়বাড়ি ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব থেকে শেখ আনওয়ার হোসেন এর বাড়ি পর্যন্ত থানামাকুয়া পঞ্চাননতলায় কংক্রিট সড়ক নির্মাণ এর জন্য প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় **EE-II/https://wbtenders.gov.in** থেকে। টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ০১.০১.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোন বা সকল আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে ন। টেন্ডার আইডি : - **2023_MAD_627171_1**
২৩৫(২)/২৩-২৪
২১.১২.২৩
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১-০৮৩০
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ক্রমিক নং	কাজের নাম	এনআইটি নং ও তারিখ
১.	২৬, ২৫ এবং ৪৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে বিভিন্ন স্থানে কভার স্ল্যাব সহ ড্রেন সংস্কার এবং নতুন ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং ৪৭ অধীনে।	WB-HMC/TN/ED/S & D/29/23-24 তারিখ- ২০.১২.২০২৩

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং ই.ই. (এস এন্ড ডি) বিভাগ/www.wbtender.gov.in। বিড জমা বন্ধ (অনলাইন) ০৮.০১.২০২৪, **বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
২৩১(৩)/২৩-২৪ ২১/১২/২০২৩
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র কেসিইএন, কেএমএইচআর, কেএসএইচওয়াই ও কেবিইএল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মসমূহে বর্তমান প্ল্যাটফর্ম কপিং স্ল্যাব-এর স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য কপিং স্ল্যাব-এর নীচে স্টিল স্ট্রাকচার ভার্টিক্যাল প্রপ ও হরাইজেন্টাল সাপোর্ট দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্ল্যাটফর্ম কপিং স্ল্যাব-এর মেরামতি। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৯৯,৯৬,৮৯৩.৯৫। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৫০,০০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** নয় (০৯) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০১.২০২৪ বেলা ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধনী, যদি কিছু থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে দেখতে পাওয়া যাবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৪৯-২০২৩ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

কোহলির আসনে রাহুল

৫ বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকায় এক দিনের সিরিজ জয়, শতরান করে নায়ক সঞ্জুই

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে নিল ভারত। ২০১৮ সালের পর আবার দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এক দিনের সিরিজ জিতল তারা। সে বার বিরাট কোহলির নেতৃত্বে জিতেছিল ভারত। এ বার সেই আসনে লোকেশ রাহুল। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এটা ভারতের দ্বিতীয় এক দিনের সিরিজ জয়।

বৃহস্পতিবার টস জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এডেন মার্করাম। চোটের কারণে এই ম্যাচে খেলতে পারেননি ভারতীয় ওপেনার রুতুরাজ গায়কোয়াড়। তাঁর জায়গায় খেলেন রজত পটীদার। অভিষেক ম্যাচে ১৬ বলে ২২ রান করেন তিনি। অন্য ওপেনার সাই সুদর্শন করেন ১০ রান। অধিনায়ক লোকেশ রাহুল ২১ রান করেন। ১০১ রানে ৩ উইকেট হারায় ভারত। সেখান থেকে সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে জুটি গড়েন তিলক বর্মা। তাঁরা দু'জনে ১১৬ রানের জুটি গড়েন। তাঁরা ভারতকে ২০০ রানের গণ্ডি পার করিয়ে দেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সঞ্জুর অভিষেক হয়েছিল জ়িম্বাবোয়েতে। আফ্রিকা মহাদেশের সেই দেশে জীবনের প্রথম এক দিনের ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। এ বার সেই আফ্রিকার অন্য এক দেশে জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক শতরান করলেন সঞ্জু। মাঝে কেটে গিয়েছে ৮ বছর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১১৪ বলে ১০৮ রান করলেন সঞ্জু।

শেষ বেলায় রিঙ্কু সিংহ ২৭ বলে ৩৮ রান করে ভারতকে ৩০০ রানের কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু রিঙ্কু আউট হতে আর ৩০০ রান পার করতে পারল না ভারত। অক্ষর পটেল, ওয়াশিংটন সুন্দররা খুব বেশি রান না পাওয়ায় ২৯৬ রানেই থেমে গেল ভারতের ইনিংস।

টসের সময় অধিনায়ক রাহুল বলেছিলেন, প্রথমে ব্যাট করতে এই পিচে অসুবিধা হবে না বলেই মনে হচ্ছে। পাটা উইকেট। আগের দু'টি ম্যাচের থেকে বেশি রান উঠবে বলে মনে হচ্ছে।” তাঁর কথা মিলে যায়। ভারত প্রথমে ব্যাট করে ২৯৬ রান তোলে। যা আগের দু'টি ম্যাচের থেকে বেশি। সেই রান তাড়া করতে নেমে সমস্যায় পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা।

শুরুতে ধরে খেলার চেষ্টা করছিলেন রেজা হেন্ড্রিক্স এবং গত ম্যাচে শতরান করা টনি ডে জর্জি। কিন্তু ১৯ রানের বেশি হেন্ড্রিক্সকে করতে দেননি আরশদীপ সিংহ। মাত্র ২ রান করে আউট হয়ে যান রসি ভ্যান ডার ডুসেন। জর্জি এ দিনও রান পেলেন। ৮১ রান করেন তিনি। অধিনায়ক মার্করামও ৩৬ রানের বেশি করতে পারেননি। এই চার ক্রিকেটার আউট হতেই ভেঙে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মিডল অর্ডার।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সফল আরশদীপ। ৪ উইকেট নেন তিনি। ২ করে উইকেট নেন আবেশ খান এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। একটি করে উইকেট নেন মুকেশ কুমার এবং অক্ষর পটেল। আগের ম্যাচে বোলিং বিভাগ ব্যর্থ হলেও বৃহস্পতিবার আর সেটা হয়নি। অবশ্য সঞ্জুর শতরানে প্রথম ইনিংসেই ম্যাচ অনেকটা নিজেদের অর্ধে নিয়ে চলে এসেছিল ভারত।

‘খেলোয়াড়দেরই আরও বেশি করে প্রশাসনে আসা দরকার’

মোহনবাগান ক্লাবে এসে বললেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের খেলাধুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের নয়, আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে খেলোয়াড়দের। প্রাক্তন খেলোয়াড়দের আরও বেশি করে যুক্ত করতে হবে ক্লাবে। বৃহস্পতিবার মোহনবাগান তাঁবুতে অমর একাদশের মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসে বললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি এটাও বললেন, খেলোয়াড় হতে গেলে অর্থ কোনও বাধা হতে পারে না। ইচ্ছাশক্তিটাই আসল।

বৃহস্পতিবার মোহনবাগান তাঁবুতে ১৯১১-র আইএফএ শিল্ডজয়ী ১১ জন ফুটবলারের (যাঁরা অমর একাদশ নামে পরিচিত) মূর্তি উন্মোচন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন সৌরভ। সেখানে নিজের খেলা দেখা, খেলাধুলোর মান এবং প্রশাসনিক বিষয়-সহ বিভিন্ন দিকের কথা তুলে ধরলেন তিনি।

সৌরভ বলেন, “খেলাধুলো তখনই এগোবে যদি প্রাক্তন খেলোয়াড়েরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। মোহনবাগানের সচিব দেবাশিস দত্তকে অনুরোধও করেন ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের আরও বেশি করে ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে ভারতের বড় খেলাধুলোগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শীর্ষ পদে রয়েছেন প্রাক্তন খেলোয়াড়েরা। ক্রিকেটে রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী রজার বিন্নী, ফুটবলে কল্যাণ চৌবে, অ্যাথলেটিক্সে আদিল সুমারিওয়ালা, হকিতে দিলীপ টিরকে, অলিম্পিক্স সংস্থায় পিটি উষা প্রমুখ। সৌরভ চান, এই তালিকা আরও দীর্ঘ হোক।

মোহনবাগানের তরফে এ দিন সৌরভ এবং রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন সদস্য কার্ড। সৌরভ বলেন, “আমি এই ক্লাবের সঙ্গে দু'ভাবে যুক্ত। ছোটবেলায় বাবার কার্ড নিয়ে এসে র‍্যাম্পার্টে বসে চুটিয়ে খেলা দেখেছি। বিদেশ (বসু), মানস (ভট্টাচার্য), প্রসূন (বন্দ্যোপাধ্যায়) কোথায় খেলত এখনও বলে দিতে পারি। এত বার এসে খেলা দেখছি। আসলে ছোটবেলায় বেশি ফুটবল দেখেছি। ক্রিকেটে আসা অনেক পরে। দেখে ভাল লাগছে যে ১৯১১ সালের ফুটবলারদের সম্মান দিচ্ছে মোহনবাগান। সেই সময় থেকেই সবাই ভেবেছে আমরাও খেলতে পারি।

সৌরভের সংযোজন, “যে কোনও খেলাতেই খেলোয়াড়ের জায়গা সবার আগে। অনেকেই বলেন, খেলতে গেলে পয়সা লাগে। কিন্তু (সুনীল) গাওস্কর, কপিলদের সময়েও তো পয়সা ছিল না। খেলা কি আটকে থেকেছে? আমিও প্রথম প্রথম রঞ্জি ম্যাচ খেলার সময় ৪০০ টাকা পেতাম। ক্রিকেটার হওয়ার পথে তা কোনও দিনই বাধা হয়নি। আসল ব্যাপার হল হৃদয় এবং জেদ। নিজের ইচ্ছা, পায়ে বল এবং মাঠ থাকলেই ফুটবলার হওয়া যায়। অর্থ সেখানে কোনও বাধা হতে পারে না।

এ দিন মোহনবাগানের তরফে অমর একাদশের পরিবারের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি প্রাক্তন ফুটবলার সৈয়দ নইমুদ্দিন, শ্যাম থাপা, গৌতম সরকার, প্রদীপ চৌধুরি, মানস ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত ভট্টাচার্য-সহ বহু প্রাক্তন ফুটবলারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এসেছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, গায়িকা লোপামুদ্রা মিত্র এবং লেখিকা দেবারতি মুখোপাধ্যায়ও।

অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বাংলার ফুটবলের মান এবং রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। তিনি বললেন, “আমাদের ফুটবল আর আগের জায়গায় নেই। ময়দানের ফুটবল ফিরিয়ে আনতে হবে। এখানে যে প্রাক্তন ফুটবলারেরা রয়েছেন তারা আমাদের কত কত সন্তোষ ট্রফি দিয়েছেন।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ শেষ হলেই অবসর, ঘোষণা ব্যাটারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ়ের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডিন এলগার। আগেই তিনি অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড কিছু দিন আগেও টেস্ট অধিনায়ককে আর দলে চাইছেন না।

দেশের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে খেলার তেমন সুযোগ পাননি। ২০১২ সালে এক দিনের ক্রিকেটে অভিষেক হলেও খেলেছেন মাত্র আটটি ম্যাচ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তবে দেশের হয়ে ৮৪টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। গত ফেব্রুয়ারি মাসেই টেম্বা বাভুমাকে সরিয়ে এলগারকে টেস্ট দলের অধিনায়ক করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ড। সম্প্রতি ঘরোয়া ক্রিকেটে ছ'টি ইনিংসে ৮০.৪০ গড়ে এলগার করেছেন ৪০২ রান। তবু তাঁকে আর জাতীয় দলে চাইছেন না কোচ।

ক্রিকেটীয় দক্ষতা অটুট থাকলেও বয়স তাঁর বিপক্ষে যাচ্ছে। ৩৬ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে এমন ক্রিকেটারদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় রাখছেন না কোচ কনরাড। সেই তালিকায় রয়েছেন এলগারও। বিষয়টি এলগারকে আগেই পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন কোচ। তার পরেই ঘনিষ্ঠ মহলে অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি।

অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এলগার বলেছেন, “ছোট থেকে ক্রিকেট খেলা আমার স্বপ্ন ছিল। দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগই আমার কাছে সেরা প্রাপ্তি। ১২ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছি। এটা আমার স্বপ্নের থেকেও অনেক বেশি। এই সফরটা দুর্দান্ত। আমি সত্যিই ভীষণ ভাগ্যবান।” তিনি আরও বলেছেন, “অনেকে বলেন, সব থেকে ভালটা সবার শেষে আসে। ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ়েই শেষ খেলব। সুন্দর খেলাটা থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। ক্রিকেট আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। কেপ টাউনে শেষ টেস্ট খেলব। ওটাই আমার সব থেকে প্রিয় স্টেডিয়াম। ওখানেই নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমার প্রথম রান করেছিলাম। আশা করছি টেস্টের শেষ রানটাও কেপ টাউনে করতে পারব।”

টেস্ট ক্রিকেটে এলগারের পাঁচ হাজারের বেশি রান রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার আট জন ক্রিকেটারের এই কৃতিত্ব রয়েছে।

যুদ্ধবিরোধী স্লোগান তোলা ক্রিকেটার নাছোড়, আইসিসি-র দেওয়া শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হাতে কালো রংয়ের আর্মব্যান্ড পরায় আইসিসি তিরস্কার করেছিল উসমান খোয়াজাকে। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইসিসি-র কাছে আবেদন করলেন অস্ট্রেলীয় ব্যাটার। তাঁর দাবি, যে কারণে তাঁকে তিরস্কার করা হয়েছে তা ভুল। কোনও রাজনৈতিক বার্তা দিতে নয়। তিনি কালো আর্মব্যান্ড পরেছিলেন নিকটাত্মীয়কে হারানোর দুঃখে।

শুক্রবার সাংবাদিকদের উদ্দেশে খোয়াজা বলেছেন, “পার্থ টেস্টের দ্বিতীয় দিন আইসিসির তরফে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন কালো আর্মব্যান্ড পরেছি। সে দিনই জানিয়েছিলাম এক নিকটাত্মীয় মারা যাওয়ায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এই কাজ করেছি। অন্য কোনও কথা বলিনি। আইসিসি-র নিয়মকে আমি সমীহ করি। কিন্তু এই শাস্তির বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার মনে হয়, শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা দেখানোর দরকার তা দেখায়নি আইসিসি। জুতো পরার কারণ অন্য ছিল মানছি। কিন্তু কালো আর্মব্যান্ড পরার জন্য যে শাস্তি হয়েছে তা হাস্যকর।”

নিয়মের যথেষ্ট ব্যবহার না করায় আইসিসি-কে একহাত নিয়েছেন তিনি। বলেছেন, “আগে সব নিয়ম মেনেছি। ব্যাটে স্টিকার লাগিয়েছি, জুতোয় নাম লিখেছি অন্যের, আরও অনেক কিছু করেছি যার জন্য কোনও দিন তিরস্কৃত হতে হয়নি।” জুতোয় যে বাক্যগুলি লেখা ছিল তাতেও যে রাজনৈতিক বার্তা ছিল তা স্বীকার করেননি খোয়াজা। বলেছেন, “আমার কোনও বার্তা নেই। আমি যা মনে করি সেটাই লেখার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছি। যতটা সমীহ করা দরকার ততটাই করেছি।”

তিরস্কার করে আইসিসি জানিয়েছিল, নিয়ম ভেঙেছেন খোয়াজা। কালো ব্যান্ড জাতীয় কিছু পরে নামার আগে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু তা নেননি খোয়াজা। তিরস্কার করা হলেও খোয়াজার দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে কোনও বাধা নেই। এমন ভুল ১২ মাসের মধ্যে চার বার করলে ম্যাচ ফি-র ৭৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়। তবে এমন কিছু যে হবে তা খোয়াজাও জানতেন।

উসমান খোয়াজার জুতোয় লেখা ছিল, “স্বাধীনতা মানুষের অধিকার” এবং “সব মানুষের জীবনের দাম সমান।” গাজা হামলার কথা মাথায় রেখেই এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সেই জুতো পরার কথা ভেবেছিলেন খোয়াজা। কিন্তু আইসিসি-র নিয়মের বাধায় তা সম্ভব হয়নি। আইসিসি-র উপর ক্ষোভও উগরে দিয়েছিলেন অসি ক্রিকেটার। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী কোনও রকম রাজনৈতিক বার্তা ক্রিকেটারেরা মাঠের মধ্যে কোথাও ব্যবহার করতে পারবেন না।

পদ্মশ্রী ফেরালেন বজরং, সাক্ষীর অকাল অবসরের পর বিদ্রোহী আর এক কুস্তিগির

নিজস্ব প্রতিবেদন: পদ্মশ্রী সম্মান ফিরিয়ে দিলেন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী কুস্তিগির বজরং পুনিয়া। সাক্ষী মালিক বৃহস্পতিবার কুস্তি ছেড়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত নেন। কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচনের পর একে একে বিদ্রোহ করছেন দেশের নামী কুস্তিগিরেরা। বজরংদের অভিযোগ ছিল প্রাক্তন কুস্তি ফেডারেশন কর্তা ব্রিজভূষণ সিংহের বিরুদ্ধে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিংহ এখন কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সেই নির্বাচনের পর থেকেই বিদ্রোহী কুস্তিগিরদের একাংশ।

শুক্রবার বজরং সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন যে, তিনি পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিচ্ছেন। বজরং তাঁর বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লিখেছেন, “আমি আমার পদ্মশ্রী সম্মান ফিরিয়ে দিচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত, তবুও আপনাকে লিখতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ দেশের কুস্তিগিরদের সঙ্গে এমন অনেক কিছু ঘটছে যার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি।

বজরং তাঁর চিঠিতে এই বছর জানুয়ারি থেকে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ তাঁরা শুরু করেছিলেন, সেটার উল্লেখ করেছেন। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌননিগ্রহের অভিযোগ ছিল কুস্তিগিরদের। দিল্লির যন্তর মন্তরের সামনে ধর্না দিয়েছিলেন বজরংরা। তিনি বলেন, “আমরা প্রতিবাদ বন্ধ করেছিলাম, কারণ সরকার আমাদের কথা দিয়েছিল ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু তিন মাস কেটে গেলেও এফআইআর হয়নি। আমরা আবার প্রতিবাদ শুরু করি। কিন্তু জানুয়ারিতে ১৯টি অভিযোগ থাকলেও তা কমে আসে সাতে। এটা প্রমাণ করে যে ব্রিজভূষণ কতটা প্রভাবশালী। ১২ জন কুস্তিগির প্রতিবাদ করা বন্ধ করে দেন।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জয় সিংহ। তিনি অভিযুক্ত কুস্তিকর্তা ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তার পরেই প্রতিবাদে কুস্তি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সাক্ষী। সেই সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগির।

রিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সাক্ষী। বৃহস্পতিবার কাঁদতে কাঁদতে সাক্ষী বলেন, “আমাকে আর কেউ কখনও কুস্তি লড়তে দেখবে না।” তাঁর পাশে ছিলেন বজরং পুনিয়া। তিনি বলেন, “আমরা আর কুস্তি লড়তে পারব কি না জানি না। রাজনীতি কী ভাবে কাজ করে জানি না।

নির্বাচনে সঞ্জয় জিতে আসায় বলাই যায় যে, বজরং পুনিয়াদের লড়াই কোনও দাম পেল না। তাঁরা ব্রিজভূষণকে সরানোর জন্য লড়াই করছিলেন। ধর্না দিচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিজভূষণ সরলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিই কুস্তি সংস্থার দায়িত্বে রইলেন। না থেকেও রয়ে গেলেন ব্রিজভূষণ। এর আগে সঞ্জয় উত্তরপ্রদেশ কুস্তি সংস্থার সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি ৪০টি ভোট পেয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে মাত্র সাতটি। সাক্ষী, বজরংদের অভিযোগ ছিল মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্থা করেছিলেন ব্রিজভূষণ। যন্তর মন্তরের সামনে ধর্না দিয়েছিলেন বজরংরা। ২৮ মার্চ নতুন সংসদ ভবনের দিকে পদযাত্রা করছিলেন তাঁরা।

টি২০ সিরিজে নেই উইলিয়ামসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ়ে নেই কেন উইলিয়ামসন। নিউ জ়িল্যান্ডের অধিনায়ক নাম সরিয়ে নিয়েছেন। সেই জায়গায় দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল স্যান্টনার। খেলবেন না কাইল জেমিসনও। তাঁদের বদলিও ঘোষণা করে দিয়েছে নিউ জ়িল্যান্ড।

বাংলাদেশের পর দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিউ জ়িল্যান্ডে সিরিজ রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখেই উইলিয়ামসন এবং জেমিসনকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। নিউ জ়িল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে যে, চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী সিরিজ়ের কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে উইলিয়ামসন এবং জেমিসনকে।

বিশ্বকাপে ভাল খেলা রাচিন রবীন্দ্রকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দলে নেওয়া হয়েছে। উইলিয়ামসনের বদলি হিসাবে নেওয়া হয়েছে তাঁকে। পেসার জেমিসনের জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে জেকব ডাফিকে। উইলিয়ামসনের হাঁটুতে চোট। বিশ্বকাপে চোট নিয়েই খেলেছিলেন তিনি। সেই চোট এখনও সারেনি উইলিয়ামসনের। সেই কারণেই বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। জেমিসনের চোট রয়েছে পায়ের পেশিতে। তাঁকেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দলে চায় নিউ জ়িল্যান্ড। সেই কারণে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে জেমিসনকে।

ঘরের মাঠে জয়ের খোঁজে ইস্টবেঙ্গল, ধোঁয়াশা জাহুর চোট নিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বার্সেলোনায় প্রায় কুড়ি বছর আগে তাঁরা ছিলেন সহকর্মী। তাঁদের ফুটবল-দর্শনও ছিল এক। দু'জনেই বিশ্বাস করতেন আক্রমণাত্মক ফুটবলে। দু'দশক পেরিয়ে এই মুহূর্তে অবশ্য কার্লেস কুয়াদ্রাত ও সের্খিয়ো লোবেরার দর্শন ভিন্ন মেরুতে।

ইস্টবেঙ্গল কোচের প্রধান লক্ষ্য বিপক্ষকে গোল করতে না দিয়ে হার বাঁচানো। তাই রক্ষণ শক্তিশালী করে খেলছেন কার্লেস। আবার শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলে বিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়াই রণকৌশল লোবেরার। আজ, শুক্রবার সন্ধেয় যুবভারতীতে লড়াইটা মূলত ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণের সঙ্গে ওড়িশার আক্রমণ ভাগেরই।

বৃহস্পতিবার দুপুরে যুবভারতীতে সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই লোবেরা হুঙ্কার দিলেন, “এএফসি কাপে মোহনবাগানকে এই মাঠেই ৫-২ হারিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্য যে আইএসএলের ম্যাচে ওদের বিরুদ্ধে ২-০ এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত জিততে পারিনি। ২-২ ড্র হয়েছিল। খুবই আনন্দ হচ্ছে যুবভারতীতে আবার খেলতে নামব।” ওড়িশা কোচকে মনে করিয়ে দেওয়া হল চব্বিশ ঘণ্টা আগেই মোহনবাগানকে ২-১ হারানো মুম্বই সিটি এফসির ফুটবলাররা কিন্তু আটকে গিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের চক্রব্যূহে। লোবেরা যদিও তা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হল না। শেষ পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জেতা রয় কৃষ্ণ, দিয়েগো মৌরিসিয়ো, আহমেদ জাহুদের কোচ বলে দিলেন, “ওদের পেয়ে আমি দারুণ খুশি। অবশ্য আমাদের দলে আরও অনেক অসাধারণ ফুটবলার রয়েছে। অস্বীকার করছি না, এই মুহূর্তে আমরা যে রকম খেলছি তাতে অবশ্যই কিছুটা সুবিধেজনক জায়গায় রয়েছি।”

লোবেরার অভিব্যক্তি অবশ্য কয়েক ঘণ্টা পরেই সন্ধেয় ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুশীলনে নামার পরে বদলে যায়। মাঝমাঠের হৃদ্‌পিণ্ড জাহু দলের সঙ্গে অনুশীলনই করলেন না। মাঠের বাইরে ফিজ়িয়োর সঙ্গে হাল্কা দৌড়লেন। বল কার্যত স্পর্শই করলেন না। মাঝেমধ্যেই মাঠের বাইরে রাখা চেয়ারে বসে পায়ে হাত বোলাচ্ছিলেন। ড্রেসিংরুমে ফিরে গেলেন আইসপ্যাক নিয়ে। যদিও জাহু দাবি করলেন, “আমার কোনও চোট নেই।” ওড়িশা শিবিরের অন্দরমহলের খবর, সম্পূর্ণ সুস্থ নন জাহু। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাঁকে সুস্থ করে তোলার প্রক্রিয়া চলছে। এক জন বললেন, “জাহু যোদ্ধা। আশা করছি, ও ঠিক সুস্থ হয়ে উঠে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলবে।”

এই মরসুমে ওড়িশার দুরন্ত উত্থানের নেপথ্যে প্রধান কারিগর জাহু। তিনি গোলের জন্য বল সাজিয়ে দেন কৃষ্ণ, মৌরিসিয়োকে। আবার নিজেও গোল করেন। পাশাপাশি রক্ষণে নেমে এসে বিপক্ষের আক্রমণও থামান। জাহু যদি শেষ পর্যন্ত মাঠে না নামতে পারেন, অনেকটাই চাপমুক্ত হয়ে খেলবেন ক্লেটন সিলভা, মহেশ সিংহ, সৌভিক চক্রবর্তীরা।

কার্লেস কি আদৌ নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন? দিয়েগো ও কৃষ্ণর গোল করা কি আটকাতে পারবেন হিজাজ়ি মাহের, লালচুংনুঙ্গারা?

ওড়িশা-দ্বৈরথের চব্বিশ ঘণ্টা আগে সাংবাদিক বৈঠকে লাল-হলুদের স্পেনীয় চাণক্য বলে দিলেন, “হর্হে পেরেরা দিয়াস ও গ্রেগ স্টুয়ার্টকে নিয়ে গড়া অন্যতম সেরা আক্রমণভাগকে আটকেছি আমরা। জাহু, কৃষ্ণ ও দিয়েগো বিপজ্জনক ঠিকই। কিন্তু ওদের আটকানোর ক্ষমতাও আমাদের আছে।” যোগ করেন, “গত কয়েক সপ্তাহে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। পরিশ্রমের ফলেই দলে এখন ধারবাহিকতা এসেছে।” ঘরের মাঠেও কি তা হলে হার বাঁচানো প্রধান লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের? শুক্রবার ওড়িশাকে হারিয়ে প্লে-অফে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করতে মরিয়া কার্লেস বলে দিলেন, “আমরা মাত্র দুটো ম্যাচে জয় পেয়েছি। আরও জয় দরকার। প্লে-অফে

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**